ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 May, 2023 ■ আগরতলা ২৯ মে, ২০২৩ ইং ■ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার নয়াদিল্লীতে নতুন সংসদ ভবনে সেঙ্গল স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

উদ্বোধন হল নতুন সংসদ ভবনের 'সেঙ্গল' স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.)।। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক সোনার রাজদণ্ড বা সেঙ্গল লোকসভার অধ্যক্ষের আসনের পাশে স্থাপন করলেন মোদী। পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই সেঙ্গল স্থাপন করা হয়। রাজদণ্ড স্থাপনের পর পুরোহিতদের প্রণাম করলেন প্রধানমন্ত্রী।

গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেছিলেন যে কংগ্রেস রাজদণ্ড ''সেঙ্গল''কে ''যথাযথ সম্মান'' দেয়নি। আজকে সংসদ ভনের উদ্বোধনের আগে সেই ''সম্মান'' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে লোকসভার স্পিকারের আসনের পাশে সেই সেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতদিন প্রয়াগরাজের জাদুঘরে রাখা ছিল একটি সোনার রাজদণ্ড। সেই রাজদণ্ডই এবার প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হল দেশের নতুন সংসদভবনে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন স্পিকার, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার পর যেখানে সংসদভবনের নির্মাণে যুক্ত থাকা কর্মীদের সম্মান জানানো হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১টি বিরোধী দলের সম্মিলিত বৈঠক ১২ জুন পাটনায়, কংগ্রেস তৃণমূল এক মঞ্চে

● অভিজিৎ রায়চৌধুরী ●

নয়াদিল্লী, ২৮ মে।। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের কাউন্ট ডাউন কার্যত শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী করতে আগামী ১২ জুন পাটনায় বিরোধীদের প্রথম সম্মিলিত বৈঠক হতে চলেছে নীতীশ কুমারের ডাকে। বৈঠকে থাকবে কংগ্রেস , তৃণমূল কংগ্রেস , আপ-সহ ২১টি বিরোধী দল।

নীতীশ-তেজস্বীকে আগেই এই বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই অনুরোধ মেনেই জুনের তৃতীয় সপ্তাহে বৈঠক ডাকলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। জেডিইউ, এনসিপি, আরজেডি, ডিএমকে-সহ অধিকাংশ বিরোধী দলই থাকছে বৈঠকে। শেষ পর্যন্ত এই বৈঠকে কারা থাকেন সেদিকে নজর থাকবে ওয়াকিবহাল মহলের। আগামী নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য কোন পথে, তারই হদিশ মিলবে ওইদিন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগেই নীতীশের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। জানা যাচ্ছে, ওই বৈঠকের পরই ঠিক হয় বৈঠকের দিনক্ষণ।

জানা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও ফারুক আবদুল্লা, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সকলেই থাকতে পারেন বৈঠকে।

স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা করে নজর থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। কেননা পূর্বাঞ্চলীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতটা তা দিল্লি ভালভাবেই জানে। এই পরিস্থিতিতে তাই নীতীশের ডাকা বৈঠককে ঘিরে জোর জল্পনা।

এর আগে কর্নাটকের নতুন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা কারবারিকে আটক করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। নেশা কারবারিকে আটক করতে গিয়ে পরিবারের হাতে আক্রান্ত নতুনবাজার থানার ওসি।ঘটনায় রবিবার দুপুরে নতুনবাজার থানাধীন সূত্রধর পাড়া এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ নতুনবাজার থানাধীন সূত্রধর পাড়া এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছেন কবীর হোসেন নামে ওই এলাকার বাসিন্দা। রবিবার দুপুরে সাদা পোশাকে নতুনবাজার থানার ওসি প্রীতিময় চাকমা নেশা কারবারিকে আটক করতে বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন।তখন কবীর হোসনকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজয়নগরে দুই পরিবারে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বিজয়নগর সুকান্ত ক্লাব এলাকায় শনিবার গভীর রাতে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের জেরে দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট সংগঠিত হয় এই মারপিটের ফলে আহত দুই পরিবারের চারজন।

বর্তমানে চিকিৎসাধীন তিন জন সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে এর মধ্যে একজন এর অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় তাকে রেফার করা হয়েছে আগরতলা জিবি হাসপাতাল। আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শুক লাল দাস নামে ওই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা যায়।

মৈত্রী সেতু দেখতে গিয়ে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। মৈত্রী সেতু দেখতে যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে থাকা গাড়ি মৈত্রী সেতু রোড থেকে রেল স্টেশনের রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার বেলা ৩:৩০ নাগাদ সাবরুমের মৈত্রী সেতু দেখতে এসেছিল গাড়ির চালক পার্থ সাহা (৪৫) ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ (৪৩) প্রশান্ত দাস(৪৩) তাদের সকলের বাড়ি আগরতলা রাম ঠাকুর সংঘ এলাকায় বলে জানা যায়।

তারা সাব্রুমের মৈত্রী সেতুর দিকে যাওয়ার সময় সাবরুম মৈত্রী সেতু রাস্তা থেকে সাব্রুমের রেল স্টেশন পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তার কাজ অর্ধ সম্পন্ন অবস্থায় রয়েছে, সেই রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে।

সাবরুম মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরতা চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিশ্বজিৎ দেবনাথ-র অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে কৈলাসহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন ভগবাননগর পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসী।৪ দিন যাবৎ জল ও বিদ্যুৎ এর সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে রবিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়কে অবরোধে বসেন তাঁরা।অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন কৈলাসহর থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছেন এই বিষয়ে বিদ্যুৎ ও জল দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, কৈলাসহর ভগবাননগর পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ড এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা ভুগছেন এলাকাবাসীরা।তাদের অভিযোগ,ডি ডাব্লিউ দপ্তর থেকে জল সরবরাহ করা হলে গত চার দিন ধরে ওই এলাকায় জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।পাশাপাশি কৈলাসহর ভগবাননগর এবং গৌরনগর এলাকা গত চারদিন ধরে সম্পন্ন ভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে।তাঁদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে কৈলাসহর বেসরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও বিদ্যুৎ এর সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি।এমনকি সংস্থার কর্মীরা চার দিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায়ও যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি।তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে রবিবার সকালে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে কৈলাসহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি,নিয়মিত ওই এলাকায় জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান জানানো থেকে বিরত থাকতে দলীয় কর্মীদের বার্তা দিলেন প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। 'রাজা' সম্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে মথার কর্মী সমর্থকরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তার ইতি টানতে এবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন তিপ্রা মথা সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। আজ সকালে টুইট করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রদ্যুৎ বললেন আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র। তাই গণতন্ত্রের ক্ষতি হোক এই ধরনের কোন কিছু আমরা করবো না।

গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষা জন্য আমরা লড়াই করব অযথা বিষয় নিয়ে আন্দোলন থেকে বিরত থাকবো। আমাদের আন্দোলন হবে জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে। অন্যকে অসম্মানিত করা নয়। যা আমাদের মূল্যবোধকে কলঙ্কিত করে এই ধরনের আন্দোলন থেকে দলীয় কর্মীদের সরে আসার আহ্বান জানালেন মথার সুপ্রিমো। তিনি এও বলেন আমাদের যে ডিমান্ড রয়েছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এবং সংবিধানিক সমাধান, ভাষা সমস্যা সহ জনজাতিতে অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আন্দোলন জারি রাখতে হবে। তিনি টুইট বার্তায় এও উল্লেখ করেন আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে সম্মান করি। কারণ তিনি রাজ্যের প্রধান। আমার সঙ্গে রাজবাড়ীতে এসে তিনি আমার এবং আমার পরিবারকে সম্মান জানিয়ে গেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে অযথা বক্তব্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বিশালগড় নিচের বাজারে দোকানের পেছন থেকে এক বাইসাইকেল মেকানিকের গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।বিশালগড় নিচের বাজার এলাকায় নিজ দোকানের পেছন থেকে সাইকেল মেকানিকের মৃতদেহ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

মৃত বাইসাইকেল মেকানিকের নাম সত্য রঞ্জন ভৌমিক। তার বাড়ি রাঘুনাথপুর। সকালে তিনি বাড়ি থেকে দোকানে আসেন। দুপুরে বাড়িতে না যাওয়ায় স্ত্রী দোকানে এসে খোঁজ করেন। পেছনে যেতেই নজরে পড়ে মৃতদেহ। ছোট একটি গাছের ডালে দড়ি বাধা অবস্থায় ছিল। ফাঁস লাগানো অবস্থায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা হলেও অনেকেই আশঙ্কা করা করছেন এটি একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ এলাকাবাসীর

কুমারঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। কুমারঘাট দারচই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রবিবার অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কুমারঘাট দারচই সড়কটি দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কারের অভাবে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাতে কর্ণপাত করছেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রবিবার ওই সড়ক পথে অবরোধ আন্দোলনের শামিল হন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।

তারা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ হাতে না নিলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেবে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় এলাকাবাসীদের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এলাকার স্কুল অফিসে সরকারি কর্মচারীরা সময় মতে আসা-যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশি হয়রানিরে অভিযোগে বিলোনিয়ায় বিএমএসের অটো শ্রমিকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত বিলোনিয়া অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অটো চালকরা বনকর নদীর উত্তর পাড়ে বিলোনিয়া আগরতলা এবং বিলোনিয়া রাজনগর এই দুটি সড়ক অবরোধ করে। প্রায় এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মূলত পুলিশি হয়রানির অভিযোগে এই অবরোধ বলে জানায় অটো মালিক এবং শ্রমিকরা। প্রতিনিয়ত তাদের হয়রানির শিকার হতে হয় ।দিতে হয় জরিমানা। অটোচালকদের বক্তব্য হলো বিলোনিয়াতে কোন সিএনজি স্টেশন নেই তাই সিএনজির জন্য তাদেরকে উদয়পুর যেতে হয়। কিন্তু উদয়পুর যাওয়ার পথে পারমিটের অজুহাতে তাদেরকে জরিমানা করা হয়। এছাড়াও পারমিট রোড ছাড়া অন্য রোডে রিজার্ভ গেলেও তাদের দিতে হয় জরিমানা। দীর্ঘদিন তাদের এই অত্যাচার সহ্য করার পর আজ যখন তারা পুলিশ আধিকারিকের সাথে কথা বলতে যায় তখন তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ এনে এই রাস্তা অবরোধ করে।

রাস্তা অবরোধের কারণে অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে সাধারণ পথ চলতি নাগরিকদের দীর্ঘক্ষন ধরে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্ব এবং বিভাগীয় নেতৃত্বরা এই অবরোধের বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। এক শ্রেণীর মানুষের বক্তব্য পথ অবরোধের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হয় না শুধুমাত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বর্তমান সরকার এবং শাসক দলকে কালিমা লিপ্ত করতে এই অবরোধ ষড়যন্ত্রকারীদের গভীর চক্রান্ত।

পুলিশ জানায় সংগঠন এবং প্রশাসনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং আপাতত যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন পুলিশ। আপাতত অটো মজদুর সংঘের এই ধরনের ভূমিকায় হতবাক সাধারণ পথ চলতে জনগণ।

দিল্লীতে বিজেপির উচ্চ পর্যায়ের সভায় বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের সাফল্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা রবিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এই বৈঠকটি বিজেপির সুশাসনের এজেন্ডার অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বৈঠকে সভাপতিত্ব করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল নাগরিকের কল্যাণ বৃদ্ধিতে দলের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। বৈঠকে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি সংসদীয় বোর্ডের অন্যান্য সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ. মানিক সাহার শাসনে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং কল্যাণমূলক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি প্রদর্শন করছে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বাস্তবায়ন করা উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন এবং চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি উল্লেখ করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা সুশাসনের নীতির প্রতি ত্রিপুরার অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং রাজ্যের নাগরিকদের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা বলে রাজ্যে দলের কাজকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণের সুবিধার জন্য রাজ্য আরও উন্নয়নমূলক কাজ চালু করতে পারে সে বিষয়েও সভায় জোর দেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২২৫ ▫ ২৯ মে ২০২৩ইং ▫ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আত্মনির্ভর ভারতের সূর্যোদয় !

নতুন সংসদ ভবন আত্মনির্ভর ভারতের সূর্যদয়ের সাক্ষী। অমর হইয়া থাকিবে বলিয়াও মন্তব্য করিলেন প্রধানমন্ত্রী। নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। সেখান থেকেই নতুন ভারতের কথা উঠিয়া আসে প্রধানমন্ত্রীর কথায়। নতুন সংসদ ভবন গনতন্ত্রের মন্দির বলিয়াও করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায় গণতন্ত্রই জননী। নয়া সংসদ ভবনে পা রাখিয়াই প্রথমে গান্ধী মুর্তির পাদদেশে পৌঁছিয়া যান প্রধানমন্ত্রী। গান্ধীজিকে প্রণাম করিয়াই সেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিয়া নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্ত অমর হইয়া থাকিবে বলিয়া জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়া সংসদ ভবনে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখান থেকেই আত্মনির্ভর ভারতের কথা উঠিয়া আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নয়া সংসদ আত্মনির্ভর ভারতের সাক্ষী হইবে। শুধু তাই নয়, নয়া এই ভবন বিশ্বের কাছে ভারতের সংকল্পের বার্তা দিবে বলিয়াও মন্তব্য করেন।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতের গণতন্ত্রই মন্দির। নয়া সংসদ ভবন বাস্তবের সঙ্গে পরিকল্পনা, নির্মাণের সঙ্গে নীতি, কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তির গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবে প্রমানিত

হইবে বলিয়াও এদিন মন্তব্য করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁহার কথায়, নতুন ভবন আত্মনির্ভর ভারতের সূর্যদয়ের সাক্ষী। পাশাপাশি নতুন-পুরানোর সহবস্তানও ফুটিয়া উঠিবে বলিয়াও মনে করেন মোদী। ভবনে বিকশিত ভারতের ছবি ফুটিয়া উঠিবে বলিয়াও এদিন মন্তব্য করিয়াছেন তিনি।

পাশাপাশি মোদী বলেন, ভারত গোটা বিশ্বকে পথ দেখায়। ভারত আগে বাড়িলে বিশ্বও একধাপ এগোয়। নয়া সংসদ ভবন ভারতের বিকাশের পাশাপাশি বিশ্বকেও বার্তা দেয়। অন্যদিকে নতুন পথে হাঁটিলেই নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। নতুন ভারত নতুন পথ তৈরি করিয়াছে এবং নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করিতেছে বলিয়াও এদিন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এই অনুষ্ঠানে বিরোধী কোনও মুখকে দেখা যায়নি। কংগ্রেস-তৃণমুল সহ ২০ টি দল এই অনুষ্ঠানের বয়কট করে এদিন।

বিজয়নগরে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ

শান্তিরবাজার, ২৮ মে (হি. স.) : বিজয়নগর সুকান্ত ক্লাব এলাকায় শনিবার গভীর রাতে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের জেরে দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট সংগঠিত হয় এই মারপিটের ফলে আহত দুই পরিবারের চারজন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন তিন জন সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে এর মধ্যে একজন এর অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় তাকে রেফার করা হয়েছে আগরতলা জিবি হাসপাতাল। আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শুক লাল দাস নামে ওই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা যায়।

ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা গাড়ির, অক্ষত সওয়ারিরা

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.) সাত সকালে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা। রবিবার ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় অক্ষত আছেন গাড়ির পাঁচ সওয়ারি।

খিদিরপুরের দিক থেকে রেড রোড ধরে রাজভবনের দিকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। গাড়িতে ছিলেন পাঁচ সওয়ারি। সকলেরই বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছর। হঠাৎ গাড়িটি ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। সেই রাস্তায় ছিল প্রাতর্ভর্মণকারীরা। তারা অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে। অক্ষত রয়েছেন গাড়ির পাঁচ সওয়ারিও। কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে ময়দান থানার পুলিশ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

হেমতাবাদ, ২৮ মে (হি.স.) : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই বছরের শিশুর। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলনা গ্রামে। মৃত শিশুর নাম বৈজন্তী বর্মন ওরফে মাম্পি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শিশুর বাবা নারায়ণ বর্মন বলেন, "গতকাল রাতে ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে পড়েছিল। সেটা আমরা লক্ষ্য করিনি। এদিন বিকেলে খেলতে খেলতে সেই তারের সংস্পর্শে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখি, মেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির পেছনে পড়ে আছে। এরপর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মেয়েকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।" হেমতাবাদ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাঁইথিয়া ও মল্লারপুর থেকে উদ্ধার প্রচুর বোমা

সিউড়ি, ২৮ মে (হি.স.) : বীরভূমের কাঁকড়তলা, দুবরাজপুর, খয়রাশোলের পর এবার সাঁইথিয়া ও মল্লারপুর থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার জেলার দুপ্রান্ত থেকে প্রায় ১০০টি বোমা উদ্ধার হয়। এর মধে ৭০টি বোমা নিষ্ক্রিয় করা গিয়েছে।

সাঁইথিয়ার চাঁদপাড়ায় একটি ঝোপের আড়ালে বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে ঝোপের আড়াল থেকে ৭০টি হাতবোমা উদ্ধার করে। সূত্রের খবর, ঝোপের আড়ালে দু'টি ড্রাম ও একটি ঝোলায় বোমাগুলি রাখা ছিল। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মজুত করেছিল তা এখনও জানা যায়নি।

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি, কম্পন অনুভূত জম্মু-কাশ্মীরেও

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি। রবিবার দিল্লি এবং পার্শবর্তী এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। একই সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.২। কম্পনের উতসস্থল আফগানিস্থান বলে জানা গয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, রবিবার সকালে আফগানিস্তানের ফয়জাবাদের কাছে ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গেছে। এদিন সকাল ১১ টা ২৩ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছিল , যা কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল বলে ভূমিকম্পবিদরা জানিয়েছেন। যার জেরে রবিবার দিল্লি এবং পার্শবর্তী এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। একই সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। চণ্ডীগড় সহ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অনেক জায়গায়ও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা

আহমেদ কামাল

গতসংখ্যার পর।। একটি সূচনার ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য 'ইতিহাসের এক নতুন যুগ' এবং 'সূর্যোদয়' প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করা হতো। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন অত্যন্ত সঠিকভাবেই 'প্রভাত', 'আলো', 'সূর্য' প্রভৃতিকে শনাক্ত করেছেন 'পুনরুজ্জীবন', 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে, যখন জাতীয়তাবাদীদের জীবন পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল। সেটি ছিল এমন এক সময়, যখন মানুষের আশা বহুদিকে ছুটছিল। জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতেরা এই জটিল প্রপঞ্চের প্রায়ই সরলীকরণ করেছেন।

এবার এসব জটিল প্রতিক্রিয়ার দিকে আলোকপাত করা যাক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন দিত। একই সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবিকে তারা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের মোহভঙ্গ হয়। জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক্রমেই হয়ে ওঠে স্পর্শকাতর এবং পরিণামে এক সময় তারা ভিন্ন পথ বেছে নেয়। শুধু পৃথক পথে বিচ্ছেদ নয়, তারা তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সেই সময় কমিউনিস্টদের স্লোগানে উচ্চারিত হয় 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। মার্কীয় ব্যাখ্যায় প্রাথমিক তিক্ততার এই ছাপ স্পষ্টই প্রতীয়মান। এমনকি কেউ কেউ বহু বছরের ব্যবধানে তত্তালীন প্রাপ্ত স্বাধীনতার বাস্তবতাকে নাকচ করে দিয়ে একে তুলনা করেছে 'সাদা হাতির পিঠে কালো মাহুত' বা 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ' হিসেবে। আমূল সংস্কারকামীদের কাছে স্বাধীনতার মোহভঙ্গ এত গভীরপ্রসারী হয়েছিল যে তারা একে অন্ধকার যুগের আগমনের সঙ্গে তুলনা করেছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খুলনা শাখার একজন সাবেক সদস্য ধনঞ্জয় দাস বহু বছরের ব্যবধানে ১৯৭১ সালে এসেও ১৯৪৭-এর আগস্টে স্বাধীনতা উদ্যাপনের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন বলে অনুশোচনা ও খেদ প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বরিশালের এক মুসলিম কমিউনিস্টের আত্মজীবনীতে ব্রিটিশ শাসনের বন্দিত্ব থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনুভূতিসংক্রান্ত কোনো কিছুর উল্লেখই নেই। সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতা বহু সমাজ-রূপান্তরবাদীর কাছেই ছিল শাসনকাঠামোর বহিরঙ্গের পরিবর্তন মাত্র, আর তারই অন্তরালে ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একটি সমন্বিত ও ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ। একজন কমিউনিস্ট কর্মীর ব্যঙ্গোক্তিতে এর উদাহরণ মেলে, 'কিছু পরিবর্তন ঠিকই হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের জায়গায় পাকিস্তানি পুলিশ তাদের ক্যাম্প বসিয়েছিল।'

তথাপি কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বাঙালি মুসলিমদের সমর্থন ঠিকই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে, অন্তত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রচণ্ড সজোর ও সক্রিয় সমর্থন ছিল।' একই সঙ্গে তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'যদিও ভুলটি রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে ঘটেছিল, কিন্তু তার পরও পূর্ববঙ্গের শ্রমজীবী জনসাধারণ পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবেইগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানের তদানীন্তন কমিউনিস্ট লেখালেখির অন্যতম চরিত্র ছিল এই "সত্য অথচ ভ্রান্ত" গণচৈতন্যকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকৃতি দেওয়া।'

পূর্ব বাংলার সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ উচ্চবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই অবস্থান ছিল জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায়। তাদের প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাশাও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টিতে অন্যতম প্রভাবী উপাদান ছিল। প্রথমেই সাতচল্লিশের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপলক্ষে লাহিড়ীর প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ টানা যাক, 'বলাই বাহুল্য ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট অনেকটা ফাঁদে পড়েই মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ও পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলনে বাধ্য হলেন, যা পক্ষান্তরে অখণ্ড ভারতের জন্য আন্দোলনকারী এই সংস্থাকে অপদস্থ করে।'

পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেএক পরাজয়বোধ, হতাশা ও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি পূর্ববঙ্গের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের মনে জেঁকে বসে। এক হিন্দু নেতা তাঁর মোহভঙ্গের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'হিন্দুরা কখনোই পাকিস্তানের জন্ম চায়নি। তাদের অনিচ্ছুক মাথার ওপর পাকিস্তানকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' ঢাকার একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী জ্ঞান চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, 'হিন্দুদের কাছে গোড়া থেকেই পাকিস্তান অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দু স্বাধীনতার পরপরই দেশ ত্যাগ করে।' তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ হিন্দু সরকারি কর্মচারীই সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে। কিছু স্থানে হিন্দু পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া এত বেশি তিক্ত ছিল যে দেশত্যাগের আগে তারা সরকারি সম্পত্তির যথাসাধ্য ভাঙচুর করেছিল। অজয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, সিলেট হাসপাতালের হিন্দু কর্মচারীরা হাসপাতালের সম্পদ ভাঙচুরের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। সংবাদে প্রকাশিত হয়, মুন্সিগঞ্জ সাবজেলের হিন্দু কেরানি ও বন্দীরা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাড়তি রেশনের কোটা বর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে অগ্রগামী শ্রেণীগুলো মূলত সংগঠিত ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা এবং এরাই স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দিক থেকে রাতারাতি নিঃস্ব হলো। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ঘিরে একদিকে উদ্যম, আশা ও প্রত্যাশা; অন্যদিকে, বাংলা দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে হতাশা, তিক্ততা ও মোহভঙ্গজনিত বহু সম্পূরক ও বিপরীত অনুভূতি পরে এক চমকপ্রদ ইতিহাস নির্মাণের উপাত্ত তৈরি করেছে, যা এখনো লেখা হয়নি। লাহিড়ীর অভিমানসূচক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চবর্গীয় হিন্দুর ব্যর্থতাবোধ, যারা পূর্ব বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের আধিপত্যের অবস্থান ও নেতৃত্ব হারিয়েছিল। অন্যদিকে, তফসিলি হিন্দুরা সাংবিধানিক রাজনীতিতে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। মানুষের আশা তখন বহু দিকে ছুটছিল, জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতেরা এই জটিল প্রপঞ্চের প্রায়ই সরলীকরণ করেছেন। তার পরও পূর্ববঙ্গের সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতিতে যুক্ত বহু উচ্চবর্ণের হিন্দু এখানেই থেকে যাওয়ার এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে অব্যাহত অবদান রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এঁদেরই একজন এবং তিনি লিখেছেন, 'আমি ঠিক করলাম আমি দেশ ছাড়ব না। আমি পাকিস্তানেই রয়ে যাব। পাকিস্তানের জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে আমি থেকে যাব। এই দেশ, এই পূর্ব বাংলা তো আমারই দেশ...কেন আমি এই দেশ ত্যাগ করব?' এ দেশে রয়ে যাওয়া তাঁর মতোই মনোভাবসম্পন্ন আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউনিস্ট দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশে অবদান রাখার ইচ্ছায় এগিয়ে আসার মূল্য হিসেবে পরে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

উপজাতি অধিষ্ঠিত অঞ্চলগুলোতেও অস্থিরতা দেখা যায়। কেননা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো বিশেষভাবে অনুভব করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর প্রসঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। অতএব এক মাস না পেরোতেই ময়মনসিংহের পাশের এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। র্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কারণে গারোদের একটি অংশ ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলের আওতায় পড়ে যায়। এভাবে পূর্ব বাংলার সমতলবাসী গারোরা একটি ধর্মীয় ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রের কারণে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই স্মারকলিপির উদ্ভব ঘটে ১৯৪৭-এর ২৪ আগস্ট, উত্তর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের রংরাপাড়ায় আয়োজিত গারো উপজাতীয়দের এক সমাবেশে। সেখানে উপস্থিত প্রায় চার হাজার লোক তাদের বসবাসের অঞ্চলের একত্রীকরণ দাবি করে, যার মধ্যে ছিল ময়মনসিংহের অধীনে পাঁচটি থানা এবং ওই এলাকা-সন্নিহিত ভারতের আসাম প্রদেশ। ব্রিটিশরাজ কর্তৃক জাতিভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গঠনের এই বিশেষ পদক্ষেপটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে তাদের স্বতন্ত্র গারো উপজাতির জনগোষ্ঠীকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার দাবি জানাতে অনুপ্রাণিত করল। পরস্পর যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে এক সময়কার অখণ্ড গারো সম্প্রদায় যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে কখনোই তাদের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সময় উপজাতিদের আশা ও ভীতি যেসব প্রসঙ্গের জন্ম দিয়েছিল, তা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনগুলোতে আমরা যখন গ্রামীণ জনগণের প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করি, তখন স্বাধীনতার সেই বাগাড়ম্বরপূর্ণ অর্থ বহু রকম ব্যাখ্যা ধারণ করতে শুরু করে। তাজউদ্দীন আহমেদ লক্ষ করেন, 'রাত নামতেই যখন উতব আনন্দ থিতিয়ে আসল, তখনো ঢাকার রাস্তায় বহু মানুষের ঢল, যাদের অধিকাংশই কেবল বিজয়োতবে অংশ নেওয়ার জন্য আশপাশের জেলাগুলোর বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছে।' রাজশাহীতে লাহিড়ী সেদিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রামের শতসহস্র মানুষ দলে দলে' শহরে প্রবেশ করতে লাগল। ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লাখো লোকের সমাবেশে সেদিন সমপরিমাণ হিন্দু ও মুসলমান উপস্থিত ছিল। ১৫ আগস্ট তাজউদ্দীন খেয়াল করেন, এদের অধিকাংশই জেলার বাইরের গ্রামগুলোর অধিবাসী। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, মানুষ সুদূর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকেও পাকিস্তানের সুদৃঢ় আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটিকে প্রত্যক্ষ করতে এসেছিল। যে জাতির বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং স্বাভাবিকভাবেই যাদের গতিবিধি ছিল সীমিত, সেখানে কেবল 'স্বাধীনতার বোধ'তা যেভাবেই অনুধাবন করা হোক না কেনতাদের সেদিন ট্রেনভর্তি করে নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ঢাকা শহরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সেদিন সারা রাত ঢাকার পথে পথে ভ্রাম্যমাণ 'পথচারী'দের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ছাড়াই, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেছে। সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ মৈত্রী অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও পরিলক্ষিত হয়েছে সারা দেশেই।

কিন্তু জনগণের এই অত্যধিক উচ্ছ্বাসে আক্রান্ত আচরণের প্রকৃতি দেখে ঢাকায় তাজউদ্দীন এবং রাজশাহীতে লাহিড়ী উভয়ই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। নেতাদের ভাষণ শুনতে আসা জনগণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করে তাজউদ্দীন ব্যথিত হয়েছিলেন, 'তারা সব সময় স্থান গ্রহণ না করে ভিড় করছিল।' অনিয়ন্ত্রিত জনগণ কেবল এই একটি কাজ করেই ক্ষান্ত হয়নি; লাহিড়ীর ভাষ্য অনুযায়ী; সেদিন কেউই 'ট্রেনে টিকিট কাটার প্রয়োজন মনে করেনি।' তাজউদ্দীনও খেয়াল করেন, যেসব লোক ঢাকায় এসেছিল, তাদের 'ট্রেনের ভাড়া দিতে হয়নি'। মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে এসব নিয়মবহির্ভূত আচরণ ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

সে সময় আরও বহু বিশৃঙ্খলাসূচক ঘটনা ঘটেছিল। একটি সরকারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়, সাতচল্লিশের ১১ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ সাবজেল থেকে ৮৩ জন কয়েদি পালায়। এরা সবাই স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিলাভের প্রত্যাশা করেছিল। আরও বেশ কিছু কয়েদির কাছে স্বাধীনতার আবির্ভাবকে মনে হয়েছিল তাদের ছাড়া পাওয়ার সুযোগ এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী আত্মোন্নয়নের উপলক্ষ। ১৯৪৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর আজাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রায় সব কয়েদিই অনশন ধর্মঘট পালনে রত। এই বন্দীরা স্বাধীনতা উপলক্ষে তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। উপরন্তু তারা কায়েদে আযম এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে মুক্তিলাভের জন্য আবেদন জানায়, যাতে নিজেদের চরিত্র সংশোধনের একটি সুযোগ তাদের অন্তত দেওয়া হয়। অনেকেই স্বাধীনতাকে ব্যাপক হারে ধরে নিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন-সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির উপলক্ষ হিসেবে। জেলা পর্যায়ের একজন মুসলিম লীগ কর্মী আতাউর রহমান খানের প্রতি এক প্রবীণ গ্রামবাসীর জিজ্ঞাসা ছিল, 'এখন যখন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে, এর পরও কি দেশে পুলিশ, কোর্ট-কাচারি, সেপাই-সান্ত্রী, জেল এবং লকআপের অস্তিত্ব থাকবে?' খান এর উত্তরে বলেন, 'কেন নয়? এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষা করবেন কীভাবে?' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতভম্ব বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'তাহলে কোন ধরনের পাকিস্তান আমরা পেলাম। দয়া করে এর নাম পাল্টে ফেলুন, আপনারা একে পাকিস্তান নামেই ডাকবেন আবার দুর্নীতি-অনাচারের অস্তিত্বকেও প্রশ্রয় দেবেন।' স্বাধীনতার মূল্যবোধের বাস্তবায়নের পথে, রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত পুলিশ এবং আদালতকে এই বৃদ্ধের কাছে অন্তরায় বলে মনে হয়েছে।

'পাকিস্তান' বলতেই সাধারণ মুসলমান কৃষকের মনে ভেসে উঠত এক নতুন নৈতিক সমাজের ছবি, যেখানে সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে পারস্পরিক নীতিবোধ এবং ন্যায়বিচার-জ্ঞান। যুগ যুগ ধরে সমাজের উচ্চশ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সদস্যদের দ্বারা অবদমিত জীবনযাপনের পর তারা পাকিস্তান বলতে এক পবিত্র রাষ্ট্রের কথা ভাবত। অর্থাত পাকিস্তান নামের মধ্যে তারা একধরনের পবিত্রতা আরোপ করেছিল। তাই এতে মোটেও আশ্চর্যবোধ হয় না, যখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের অল্প পরই দেশের তাঁতি সম্প্রদায় জোলাদের নেতারা সরকারের কাছে এক আবেদনে তাদের একটি নতুন সামাজিক স্বীকৃতি ও অবস্থানে উত্তরণের দাবি করে। তত্তালীন রাজনৈতিক স্বাধীনতার আবহ ও আলোকে তাদের এই দাবিকে যুক্তিযুক্ত ও বৈধ মনে করেছিল। ওই সময় 'পাকিস্তানের' অস্তিত্বকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্বর্ণযুগের আগমনবিষয়ক বিশ্বাসকে অভ্যস্ত করা হতো। বেশ্যালয়, মদ ও জুয়ার অবলুপ্তি প্রসঙ্গে ইসলামের নাম করে এই বিশ্বাসের প্রচারকেরা তাদের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত।

মুসলিম নেতারা ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর থেকেই 'মুসলমান জনগণের ভবিষ্যতস্বদেশ'-এর এমন ছবি এঁকেছিলেন, যেখানে দরিদ্র চাষিদের 'দিনে দুবেলা দুমুঠো অন্নের' স্বপ্ন সত্যি হবে। ছেচল্লিশের মন্বন্তরের পর 'বিপর্যয়-পরবর্তী কল্পরাজ্য' তৈরিতে জনগণের কাছে বেঁচে থাকার জন্য দুই বেলা খাবারের স্বপ্নই ছিল তাদের পরিপূর্ণতার প্রতীক। গ্রিনোর বক্তব্য অনুসারে, বহু কৃষকের কাছে 'ভাতের' আরেক নাম ছিল স্বাধীনতা। সাধারণ মুসলমান চাষিদের আশাবাদ ও পাকিস্তানকেন্দ্রিক প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার জাতীয়তাবাদী অনুভূতির অস্তিত্বের প্রতিফলন। অবশ্য তত্তালীন সমাজ ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্যের সব দিক বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদ হতে পারত একান্তই একটি উচ্চবর্গীয় অনুভূতি। কেননা মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের একদম মুখোমুখি দাঁড়ানো পরিস্থিতিতে, জাতীয়তাবাদ ছিল বহু বিপরীত শক্তির একটি, যা দরিদ্র জনগণকে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করত।

ইসলামধর্ম স্বয়ং এবং ইসলামের ঐতিহ্যগত মানবিক সাম্যবাদের ধারণা তখন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো, বিশেষত যখন উচ্চবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়কে দেখা হয় নিপীড়ক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে। ইসলাম-দৈনন্দিন রাজনীতি সেই সময় এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দাবিদাওয়াও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দ্বারা রঞ্জিত হতো। ১৯৪৮-এর সদ্যগঠিত বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সমাবেশের বহু ধারণা ও উদাহরণকে ইসলামের বাণী, সংগঠন ও ইতিহাস থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। নতুন রাষ্ট্রের সমালোচনাবিষয়ক প্রথম দিককার রচনাগুলোর ধরনে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ও তাঁর মতাদর্শে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ অর্জন ও প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 'কবে আমরা হযরত ওমর (আ.)-এর মতো একজন আদর্শ শাসক পাব, যখন সেই চার খলিফার স্বর্ণযুগের মতো পরিস্থিতির পুনরাবির্ভাব ঘটবে।'

ইতিহাসবিদ গ্রিনো সদ্য স্বাধীনতা-উত্তর কালের সময়টিকে 'বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশা'র এক কাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্বাধীনতা তখন এক নতুন সূচনার পরিবর্তে নতুন সংকটের চেহারা নিল, যখন খাদ্যঘাটতি, বন্যা ও সরকার পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে স্বাধীনতা নতুন সূচনা না হয়ে নতুন সংকট হয়ে দাঁড়াল।

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা এক অবধারিত অনিশ্চয়তার জন্ম দিল এবং জনগণের 'উদ্যম' প্রায়ই এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে ছিল। রাষ্ট্রকে সরকারি কার্যক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন আমলারা, পক্ষান্তরে সরকারনির্ভর লৌকিক আকাঙ্ক্ষার ধরন প্রায়ই রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বোধ্য ধাঁধায় ফেলে দিত, কেননা নতুন রাষ্ট্র-সম্পর্কিত জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল সম্পূর্ণই ইউটোপিয়ান। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রের পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন ছিল, কেননা পূর্বতন এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সংগঠনটি ছিল অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়ন-অভ্যস্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোর অনুসারী।

দেশভাগ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি নীতিপ্রণেতাদের জন্য এমন সুযোগ এনে দিয়েছিল, যার সুবাদে যখনই তাদের রাজনৈতিক বৈধতা হুমকির সম্মুখীন হতো, তখনই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় সংহতির আবেদনকে ব্যবহার করত। যদিও প্রান্তিকীকরণের উদ্দেশ্য-সচেষ্ট এসব বাগাড়ম্বরের আবেদন খুবই স্বল্পায়ু ছিল, তবু বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এর দ্বারা সৃষ্ট বৈপরীত্য, জন্মগতভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'গণতান্ত্রিক' বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেও সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। এখানকার মুসলমানদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও অখণ্ড একটি পরিচয় নির্মাণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের দেশ বিভাগের প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছিল। ঘটনাচক্রে কীভাবে তা পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের বৈধতায় ক্ষয় সৃষ্টি করেছিল এবং পাকিস্তানের নতুন পরিচয় গঠনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছিল, তা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত প্রসঙ্গ।

এতে আমরা একটু পরে ফিরে আসছি। ভারতীয় জাতির নিজস্ব পরিচয় খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ বোঝার জন্য এখন ভারতীয় ইতিহাসশাস্ত্রে নতুন করে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ১৯৮৪-তে শিখদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ ক্ষেত্রে ট্র্যাজিক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। এখন দেশ বিভাগকেন্দ্রিক সন্ত্রাস এবং ইতিহাসে সন্ত্রাস বিষয়ে কীভাবে লেখা হবে, তা গবেষকদের নতুন করে ভাবাচ্ছে।

এভাবেই এই সন্ত্রাসের ইতিহাস আলোচিত হতে শুরু করেছে। ভারতের চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দেশভাগের ইতিহাসে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে নারীবাদীদের উদ্যোগী ও আগ্রহী করেছে। উর্বশী বুটালিয়া, ঋতু মেনন, কমলা ভাসিন, বীণা দাস তাঁদের আলোচনায় প্রমাণ করেছেন, ধর্ষণ, অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বদেশে পুনর্বাসন দেশভাগের স্মৃতির বিশাল অংশজুড়ে আছে। এটা বললে হয়তো স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো শোনায়, তবু এ কথা স্মৃতিতে বাস্তব যে যারা দেশচ্যুত, নিহত ও উদ্বাস্তু হয়েছিল, সেই জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশই ছিল নারী। এসব নতুন প্রশ্ন এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিত ঐতিহাসিকদের ধারণাকে উত্তরোত্তর আরও দৃঢ়মূল করেছে যে দেশ বিভাগ, সাধারণ মানুষের জীবন অভিজ্ঞতায় যেভাবে এসেছে তা জানার প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাধারণ মানুষ অথবা তাদের অভিজ্ঞতাকে রোমান্টিকভাবে না দেখেও বলা যায় যে এসব অভিজ্ঞতা উচ্চবর্গের ইতিহাস থেকে অনেকখানি আলাদাই ছিল। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে ধরে নেওয়া সংস্কৃতিগত অখণ্ড পরিচয়ের কারণে, যার মৌল ভিত্তি ছিল বাংলা ভাষা ও এর ঐতিহ্য, সাতচল্লিশের দেশভাগের অভিজ্ঞতাকে অমীমাংসিতই রেখেছে।

'বাংলা' নামের স্থান এবং 'বাংলা' ভাষার ধারণাউভয়েরই রয়েছে একধরনের চিরন্তন স্বাভাবিকতা; মনে হয় যেন ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মের বাইরে এই ভূখণ্ড, তার জনগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতি সব সময়ই সংযুক্ত অখণ্ড রূপ নিয়ে চিরকাল এখানেই ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয় অর্থাতবাঙালিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে দেখা হয় যুগপতএক অনন্য একাত্মবোধের জাতির কারণ ও পরিণতি হিসেবে, যা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথাগত কাঠামোয় বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবরণীতে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালকে একধরনের পথচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যায়যেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্তরণের বিশাল উপাখ্যানে এটি ছিল একটি মুহূর্তিক বিচ্ছেদ। যদিও বাংলাদেশের সৃষ্টি অবধারিতই ছিল, যা এর অনন্য জনগোষ্ঠী-ভূখণ্ড, ভাষা ও সংস্কৃতিগত একাত্মতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেতবে উপনিবেশ-উত্তর সেই কালপর্বটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যে পর্বে বাঙালির পরিচয় 'অন্য কিছু'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে চাপা পড়ে ছিল। সমস্যাটি তখনই বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে, যখন জানা যায় সেই 'অন্য কিছু'টি ছিল প্রভাবশালী ধর্ম ইসলাম, যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অন্যতম প্রাথমিক যোগাযোগের সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতো, তখন বাঙালিত্বের পরিচয়ের সঙ্গে ইসলামের পরিচয়ের সম্পর্কটি স্বয়ং বিতর্কিত হয়ে ওঠে, যার প্রমাণ সাম্প্রতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি।

পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বকাল (১৯৪৭-৭১) বাঙালি জাতীয়তাবাদী আখ্যানে একটি স্ববিরোধী বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যা একাধারে চূড়ান্ত পরিণামে জন্ম দেয় বাংলাদেশকে, আবার একই সঙ্গে ইসলাম ও বাঙালিত্বকে এর পরিচয়ের সহজাত উপাদান হিসেবে সমন্বিত করতে চায়। অতএব, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্যায় ব্যাখ্যা করতে হবে, প্রথমত কীভাবে ১৯৪৭-এ বাংলা বিভক্ত হলো (পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে), দ্বিতীয়ত কীভাবে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারল (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে)। জাতির কাহিনিতে সাতচল্লিশের দেশবিভক্তি এবং একাত্তরের দ্বিতীয় ভাঙনের ঘটনাগুলোকে কখনো দমন, কখনো বর্জন, কখনো বা সযত্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। দেখা যায়, সরকারি ইতিহাসে ১৯৭১-এর জাতীয় মুক্তিকে বিজয়ের মুহূর্ত হিসেবে আলোকিত করা হলেও সাতচল্লিশের ঐতিহাসিক মুহূর্তের গুরুত্বকে অনেকটাই অবমূল্যায়িত করা হয়েছে। এর অন্যতম একটি উদাহরণ হলো ১৯৯২-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পাদিত তিন খণ্ডের বাংলাদেশের ইতিহাস। বিশেষত, রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক খণ্ডের প্রথম সংস্করণে, যেখানে ১৯৪০-এর মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সামান্য স্পর্শ করেই এক লাফে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গে চলে যাওয়া হয়েছে, বলা যেতে পারে উপনিবেশ-উত্তর বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনামুহূর্তে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস সেখানে সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত থেকেছে। যেভাবেই রচিত হোক না কেন, এসব সরকারি ইতিহাসে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা এবং কীভাবে এসব তাদের দৈনন্দিন জীবন ও পরিচয়ের রূপান্তর ঘটিয়েছিল, তা তুলে ধরার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। সরকারি ইতিহাস অনেক সময় একই ইতিহাসের লৌকিক ধারণা ও স্মৃতিকথার অন্তর্নিহিত মৌলিকতা থেকে সরে এসেছে। দেশভাগ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীযেমন কৃষক, শ্রমিক, নারী, গ্রামীণ জনগণ, নাগরিক শ্রেণী, জমিদারবিভিন্ন ব্যাখ্যা লাভ করেছে। সরকারি ইতিহাস ও জনগণের স্মৃতি-আশ্রয়ী অভিজ্ঞতার মধ্যে যথাযথ বিচার ও সমস্যার যথার্থ শনাক্তকরণ হয়নি, বিশেষত রাষ্ট্র কীভাবে এ মুহূর্তের ইতিহাসের কাঠামো নির্মাণ করবে এবং তার প্রয়োগ ঘটাবে, তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।*সমাপ্ত*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজিবি-বিএসএফের সম্পর্ক যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৮।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান বলেছেন, বিজিবি ও বিএসএফের মাঝে বর্তমানে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে খুবই ভালো।

রবিবার দুপুর ২টায় বাংলাদেশের হিলি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে এসে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বিজিবির উত্তর-পশ্চিম রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, বিজিবির দিনাজপুর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাশেদ আসগর ও জয়পুরহাট-২০ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. রফিকুল ইসলাম। আমরা একে-অপরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি উল্লেখ করে বিজিবির মহাপরিচালক বলেন, দুই দেশের জন্যই আমরা কাজ করছি। আমরা আমাদের দেশের জন্য কাজ করছি, তারা (বিএসএফ) তাদের দেশের জন্য কাজ করছে। সমঝোতার মাধ্যমে সবাই একসঙ্গে সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা থাকলে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি এবং পারছি।

বাংলাদেশের হিলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর জানিয়ে মেজর জেনারেল নাজমুল হাসান বলেন, এখানে ইমিগ্রেশন ও স্থলবন্দর রয়েছে। চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতে যাতায়াত করেন যাত্রীরা। দুই দেশের পণ্য আমদানি-রফতানি হয়। যেহেতু হিলি গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট সেহেতু বিজিবি-বিএসএফের সমঝোতা হলে এখানে রিট্রিট সেরিমনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। একইসঙ্গে বেনাপোল ও আখাউড়া স্থলবন্দরের উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

অনেক স্থানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হাট রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হাটের বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেখভাল করে। যদি মন্ত্রণালয় মনে করে হিলিতে বর্ডার হাট করলে ভালো হবে, সেক্ষেত্রে বিজিবির পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে। হিলি রেলস্টেশনে ট্রেন না থামার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, আমাদের পক্ষে কোনও বাধা নেই। দুপুরে হিলি সীমান্তে এসে পৌঁছালে বিজিবি মহাপরিচালককে শুভেচ্ছা জানান সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাশেদ আসগর ও অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল ইসলাম। এরপর তিনি সীমান্তের শূন্যরেখায় বিজিবির বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন। পরে বিএসএফের রায়গঞ্জ সেক্টরের ডিআইজি কুলওয়ান্ত রায় শর্মা ও রায়গঞ্জ বিএসএফের অধিনায়ক বিপিন কুমার তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সেখান থেকে এসে শূন্যরেখার ভারত অংশে বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে সীমান্তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বিজিবি-বিএসএফের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি উন্মোচন লাটাগুড়িতে

লাটাগুড়ি, ২৮ মে (হি.স.) : রবিবার মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সুউচ্চ মূর্তি উন্মোচন হল লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ি পঞ্চানন সড়ক সমিতির উদ্যোগে ও লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই মূর্তি উন্মোচন হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় সাত ফুটের এই মূর্তিটি তৈরি করেছেন শীতলকুচির শিল্পী পরেশচন্দ্র বর্মন। এদিন এই মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা গোটা লাটাগুড়ি পরিক্রমা করে। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক এদিন এই মূর্তির উন্মোচন করেন। মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষ্যে সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন বৈরাগী নৃত্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পাশাপাশি মনীষীর জীবনে নিয়ে আলোচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বলে জানান লাটাগুড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতির সম্পাদক অবিনাশ রায়। এদিন মঞ্চ থেকেই দাবি ওঠে লাটাগুড়ি ক্রান্তি মোড়ের নাম মনীষীর নামে করার। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগবন্ধু সেন জানান, দাবি মেনে এই ক্রান্তি মোড়ের নাম পঞ্চানন বর্মা মোড় করার প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু করা হবে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু গৃহবধূর

গঙ্গারামপুর, ২৮ মে (হি.স.) : চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার কালদিঘিতে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শ্যামলী ওরাওঁ (২৭)। জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ি ধোপাদিঘি মোস্তাফাপুর গ্রামের বাসিন্দা নির্মল এক্কা। পেশায় তিনি পরিযায়ী শ্রমিক। স্ত্রী শ্যামলী ওরাওঁ এবং এক ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে নির্মলের সংসার। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে বাড়িতে রেখে নির্মলবাবু কিছুদিন আগে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছেন। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্যকর্মীরা শ্যামলী দেবীকে বন্ধত্বকরণের জন্য গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাতে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন শ্যামলীর মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন সহ গ্রামবাসীরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। চিকিৎসার গাফিলতিতে গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। এরপর ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গৃহবধূর আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। নামানো হয় রেফ ও কমব্যাট ফোর্স। এদিন অবরোধের জেরে আটকে পড়েন যাত্রীরা।

"দ্বিতীয় সেঞ্চুরির শুরু"..., "বীর সাভারকরের ব্যক্তিত্ব ছিল দৃঢ়তা এবং উদারতায় ভরা", "মন কি বাত"-এর ১০১ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): আজ মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ২৮ মে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচারিত মন-কি-বাত-এর ১০১-তম পর্বে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বীর সাভারকরের জন্মদিবসে তাঁকে তাঁকে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, "বীর সাভারকরের ব্যক্তিত্ব ছিল দৃঢ়তা এবং উদারতায় ভরা। এদিন এনটি রামা রাওকেও শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী।

মন কি বাত-এর ১০১তম সংস্করণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "মন কি বাত"-এর এই পর্বটি দ্বিতীয় সেঞ্চুরির শুরু। গত মাসে আমরা সবাই এর বিশেষ সেঞ্চুরি উদযাপন করেছি। আপনাদের অংশগ্রহণ এই কর্মসূচির সবচেয়ে বড় শক্তি।

যখন মন কি বাত যখন সম্প্রচার হয়, তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় থাকে। কোথাও রাত, কোথাও সন্ধ্যা। তাও বহু লোক সময় করে এই অনুষ্ঠান শোনেন।

"যুব সঙ্গম" উদ্যোগের বিষয়ে দুই তরুণের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই দুই তরুণ ছিলেন অরুণাচল প্রদেশ ও বিহার থেকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "সম্প্রতি, আমরা মন কি বাতে কাশি তামিল সঙ্গম সম্পর্কে কথা বলেছি। সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গম সম্পর্কে কথা বলেছি। কিছুদিন আগে বারাণসীতেও কাশী তেলেগু সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এক ভারতের মহান চেতনাকে শক্তি দিতে দেশে এমনই এক অনন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এটি যুব সঙ্গমের প্রচেষ্টা," তিনি আরও বলেন, যুব সঙ্গমের প্রথম রাউন্ডে, প্রায় ১,২০০ যুবক দেশের ২২ টি রাজ্য সফর করেছেন।

সাম্প্রতিক জাপান সফরের প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানিয়েছেন, হিরোশিমায় গিয়ে তিনি আবেগমথিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "কিছুদিন আগে আমি জাপানের হিরোশিমায় ছিলাম। সেখানে হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়াম দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এটি একটা আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা। ইতিহাস আগামী প্রজন্মকে অনেক সাহায্য করে।"

ভারতে বড় সংখ্যায় বিদেশি লগ্নি আসছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, "অনেক কোম্পানির বড় বড় সিইওরা ভারতে ব্যাগ প্যাকারের মতো সময় কাটাচ্ছেন। দেশে ৭৫টি অমৃত সরোবর তৈরির সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই একটা কথা বহুবার শুনেছি, জল ছাড়া সব হারিয়ে যায়। জল না থাকলে জীবনে সবসময়ই সংকট দেখা দেয়। ব্যক্তি ও দেশের উন্নয়নও থমকে যায়। এই চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে, আজ দেশের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি করে অমৃত সরোবর তৈরি করা হচ্ছে। এদিনের মন কি বাত—এও উঠে আসে জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধানের কথা। আজ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জয় জওয়ান, জয় কিষান স্লোগান দিয়েছিলেন। পরে অটলজি এতে জয় বিজ্ঞান যোগ করেন। কয়েক বছর আগে দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি জয় অনুসন্ধানের কথা বলেছিলাম। "মন কি বাত"-এ, আজকের আলোচনা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে, এমন একটি সংস্থাকে নিয়ে, যা এই চারটিরই প্রতিফলন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান। তিনি হলেন মহারাষ্ট্রে শিবাজি শ্যামরাও ডোলে। তিনি নাসিকের ছোট এক গ্রামের মানুষ গরীব আদিবাসী পরিবারের সদস্য। এই প্রাক্তন সেনাকর্মী অবসরের পর কৃষিতে ডিপ্লোপা করেন। এরপর কয়েকজন প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে তিনি "ভেঙ্কটেশ্বর কোয়াপারেটিভ পাওয়ার অ্যান্ড এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড" নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন। আজ এই সংস্থা মহারাষ্টে ও কর্নাটকের বহু জেলায় কাজ করছে। প্রায় ৮০০০ ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

২৮ মে সাভারকরের জন্মদিবস। মন কি বাত-এর ১০১তম সংস্করণে তাঁকে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, "বীর সাভারকরের ব্যক্তিত্ব ছিল দৃঢ়তা এবং উদারতায় ভরা। নির্ভীক ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্বভাবের জন্য তাঁর দাসত্বের মানসিকতা পছন্দ ছিল না। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, বীর সাভারকর সামাজিক সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যা করেছিলেন তা আজও স্মরণ করা হয়।"

এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এনটি রামা রাওকেও তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সাতসকালে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নদিয়ায়

নাকাশিপাড়া, ২৮ মে (হি.স.) : সাতসকালে এক পুলিশ অফিসারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য নদিয়ার নাকাশিপাড়ায়।

রবিবার সকালে থানার সামনে একটি বাড়ি থেকে ওই পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, যে বাড়ি থেকে ওই পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ তিনি উদ্ধার হয়েছে সেখানেই তিনি ভাড়া থাকতেন। একদিন আগে নাকাশিপাড়ায় মহম্মদ সেলিমের কর্মসূচিতে নিরাপত্তার দায়িত্বেও ছিলেন। এরমধ্যে আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারে ঘনাচ্ছে রহস্য।

কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা নিয়ে বাড়তে থাকে ধোঁয়াশা। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম গৌড় গোপাল গাঙ্গুলী। তিনি নাকাশিপাড়া থানায় সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। বয়স ৫৬ বছর। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা এলাকায়। তবে তাঁর ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যা নিয়ে আরও বাড়ছে রহস্য।

ওই সুইসাইড নোটে তিনি দাবি করেছেন, সম্প্রতি নাকাশিপাড়া থানায় একটি বধূ নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন তিনি বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়েন। এমনকী সুইসাইড নোটে বেশ কিছু মিথ্যা জবানবন্দীর কথাও উল্লেখ করেছেন। এমনকী তাঁর ঊর্ধতন অফিসার এই কেসের তদন্ত চলাকালীন তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলেও ওই সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন। সে কারণেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শেষে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। এদিকে এ ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার পুলিশ মহলে। তবে এখনই এ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

নতুন সংসদ ভবনে ৭৫ টাকার স্মারক কয়েনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.) রবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। ঐতিহাসিক দিনে ৭৫ টাকার বিশেষ মুদ্রার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সেই স্মারক মুদ্রার উদ্বোধন করা হয়। সেইসঙ্গে ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে যে বিশেষ স্ট্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, সেটাও প্রকাশ করেন মোদী।

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতার ট্যাঁকশালে (যা তারাতলায় অবস্থিত) ৭৫ টাকার স্মারক মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে। তাতে ৫০ শতাংশ রুপো, ৪০ শতাংশ তামা, পাঁচ শতাংশ নিকেল এবং পাঁচ শতাংশ দস্তার সংমিশ্রণ আছে। স্মারক ৭৫ টাকার কয়েনের ওজন হয়েছে ৩৫ গ্রামের মতো (৩৪.৬৫ গ্রাম থেকে ৩৫.৩৫ গ্রামের মধ্যে ওজন)। ওই কয়েনের সামনে দিকে অশোক স্তম্ভের সিংহের মুখ আছে। একেবারে মাঝখানে সিংহের মুখ রাখা হয়েছে। অশোক স্তম্ভের ঠিক নীচে দেবনাগরী হরফে "সত্যমেব জয়তে" লেখা আছে। সেটার ঠিক নীচে লেখা আছে ইংরেজিতে ৭৫ টাকা। সঙ্গে বড়-বড় অক্ষরে রুপির চিহ্ন লেখা আছে। আর ডানদিকে ইংরেজিতে লেখা আছে "ইন্ডিয়া"। বাঁ-দিকে দেবনাগরী হরফে "ভারত" লেখা আছে। রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ৭৫ টাকার স্মারক মুদ্রার পিছন দিকে নয়া সংসদ ভবনের ছবি আছে। উপরের দিকে দেবনাগরী হরফে লেখা আছে "সংসদ সংকুল"। নীচের দিকে ইংরেজি "পার্লামেন্ট কমপ্লেক্স" (সংসদ ভবন) লেখা আছে। যে বৃত্তাকার কয়েনের ব্যাস হল ৪৪ মিলিমিটার। যে স্মারক মুদ্রা আনা হয়, তা বাজারে কেনাবেচার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ লেনদেনের জন্য ববহার করতে পারবেন না মানুষরা। তবে স্মারক মুদ্রা হিসেবে সেই মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখা যাবে। সিকিউরিটিজ অফ প্রিন্টিং অফ মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে তাঁরা স্মারক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারবেন।

মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে 'তোলাবাজির' অভিযোগ তুলে পথে বিজেপি

হাওড়া, ২৮ মে (হি.স.) : এক ব্যবসায়ীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনার নাম জড়ায় শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। যদিও পরে সাংবাদিক বৈঠক করে মনোজ তিওয়ারি সেই ঘটনা অস্বীকার করেন। তবে বিষয়টি নিয়ে যে জল ধীরে-ধীরে ঘোলা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার মনোজের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে পথে নামল বিজেপি।

রবিবার বিজেপির পক্ষ থেকে শিবপুর বিধানসভা এলাকার কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে মনোজের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সরব হন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। পোস্টার বুকে ঝুলিয়ে কর্মসূচিও পালিত হয়। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক অনৈতিক কাজ-কর্ম করছেন। এরপরও পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না। হাওড়া সদর বিজেপি সম্পাদক অজয় মান্না বলেন, "বিধায়ক ব্যবসায়ীকে হুমকি দিচ্ছেন। এটা ওনার কাজ নয়। আইন-আদালত রয়েছে। সেজন্য বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা পথে নেমেছি। বিধায়ক নিজেই ঠিক করতে পারেন না কোথায় থাকবেন। অথচ কোথা থেকে টাকা কামাবেন সেটা ভালই বোঝেন। আজ উনি অপরাধীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিবপুর বিধানসভায় অনৈতিক কাজ করছেন। পুকুর ভরাট হচ্ছে বেআইনিভাবে। বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। আর সেই রেট উনি ঠিক করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ খেলোয়াড় হিসাবে ভেবেছিল আর এখন মনোজ বলছেন যে যত বড় মন্ত্রী হোক ওনার এলাকায় ঢুকতে পারবেন না।"

নতুন সংসদ ভবন অভিযানের পথে কুস্তিগিরেরা আটক, কড়া পাহারা দিল্লি সীমানায়

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) : ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে মহিলা কুস্তিগিররা নতুন সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলেন। যন্তরমন্তর থেকে নতুন সংসদ ভবনে যাওয়ার চেষ্টা করলে রবিবার দিল্লি পুলিশ তাদের আটকে করে বাসে তুলে নিয়ে যায়। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক সহ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কুস্তিগিররা ছিলেন।

দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হয়ে কুস্তিগির বীনেশ ফোগত বলেন, নতুন দেশ স্বাগত জানায়। যখন নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন হচ্ছিল কীভাবে মহিলা কুস্তিগিরদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়েক দমন করা হয়েছিল। এদিন মধ্য দিল্লিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গোটা দিল্লি কার্য্যত নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়।

ব্যারিকেড করে চেকিং চলে বিভিন্ন জায়গায়। যন্তরমন্তরে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। তাঁরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন নতুন সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি পুরসভাকে অস্থায়ী জেল তৈরি করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নতুন সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন কুস্তিগীরেরা। তার আগে যন্তরমন্তরে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। তার জেরে আটক হলেন বিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া-সহ কয়েক জন কুস্তিগীর। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহকে গ্রেফতারের দাবিতে বেশ কিছু দিন ধরে ধর্না দিচ্ছেন তাঁরা।

বেটিংয়ের অভিযোগে থানে থেকে গ্রেফতার ৫

থানে, ২৮ মে (হি.স.) : এবারের আইপিএল-এর ফাইনাল ম্যাচ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচটি হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। তার দুদিন আগে মুম্বইয়ের থানের একটি চায়ের দোকান থেকে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার গোপন সূত্রে থানে পুলিশের কাছে খবর যায়, থানের মিরা রোডের কাছে একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি চলতি আইপিএল-এর ম্যাচ নিয়ে অনলাইন বেটিং চক্র চালাচ্ছে। এরপরই শনিবার রাতে পুলিশ গোপনে হানা দেয় থানের মিরা রোড সংলগ্ন ওই চায়ের দোকানে। সেখান থেকেই ওই ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর সেখান থেকে ওই ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদের পরই গ্রেফতার করা হয় বলে নভগর পুলিশের এক অফিসার জানিয়েছেন।

সংক্রমণ আবারও কমল ভারতে; সক্রিয় রোগী কমে ৪,৯৭২, ভারতে করোনায় মৃত্যু ২ জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪০০জন, এই সময়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৯৭২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২ জনের মৃত্যুর পর রবিবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৬৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫২,৯০৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৪৭৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,০৭,০৯১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ মে সারা দিনে ভারতে ১,০৫,৯৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের ধরন অনুযায়ী বানিয়ে ফেলুন ফেস টোনার

বিশেষজ্ঞদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, স্কিন কেয়ার কেমন হওয়া উচিত? তার উত্তর হবে অর্থাৎ ক্লিনজার টোনার ময়েশ্চারাইজার । মুখ পরিষ্কার করতে ক্লিনজার আর ত্বককে ভাল রাখতে ময়েশ্চারাইজার প্রায় সকলেই ব্যবহার করেন। কিন্তু টোনারের উপর কি একই গুরুত্ব দেন? মুখ পরিষ্কার করার পর ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তখনই কাজে আসে টোনার। মুখ ধোয়ার পর ত্বক টোনার বুলিয়ে নিলে এটি ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখে, ওপেন পোরসগুলো পরিষ্কার করে দেয়। ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং ত্বকের সতেজতা ধরে রাখে টোনার।

বাজারে একাধিক নামীদামি ব্র্যান্ডের টোনার পাওয়া যায়। ত্বকের ধরন অনুযায়ীও টোনার পাওয়া যায়। বেশিরভাগ টোনার ত্বকের উপর অ্যাস্ট্রিজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া টোনারের মধ্যে অ্যালকোহলও থাকে। কিন্তু ত্বকের উপর ঘন ঘন অ্যালকোহলের প্রয়োগ ভাল নয়। তাই বাজারচলতি টোনার ব্যবহারের বদলে বাড়িতে বানিয়ে নিন টোনার। কীভাবে বাড়িতে টোনার বানাবেন, রইল টিপস।

শুষ্ক ত্বকের টোনার- ১/২ শসা মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার ওই পেস্ট ছেঁকে শসার রস বের করে নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ অ্যালোভেরা জেল এবং ২ চামচ জল মিশিয়ে নিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। এবার এই টোনারটা ফ্রিজে রেখে দিন। প্রতিবার মুখ ধোয়ার পর ব্যবহার করুন এই ফেস টোনার। নরম্যাল স্কিনের জন্য টোনার- ১ কাপ জলে একটি ক্যামোমাইলে চায়ের ব্যাগ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। চা তৈরি হয়ে গেলে এর সঙ্গে ১ চামচ মধু এবং ২-৬ চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে নিন। মধুটা জলের সঙ্গে মিশে ভাল অবধি ভাল করে মিশ্রণটা নাড়িয়ে নিন। তারপর স্প্রে বোতলে ভরে ব্যবহার করুন টোনার। তৈলাক্ত ত্বকের টোনার- ১ কাপ জলে একটি গ্রিন টিয়ের ব্যাগ ডুবিয়ে চা বানিয়ে নিন। এবার এর সঙ্গে বেদানার রস মিশিয়ে নিন। বাকি স্প্রে বোতল ভরে নিন জল দিয়ে। তৈরি টোনার। এই টোনার যেমন আপনার মুখ থেকে অতিরিক্ত তেল দূর করে দেবে, তেমনই বেদানার রস জেল্লা বাড়িয়ে তুলবে।

ডায়েটে যোগ করুন এইসব খাবার

কথায় বলে বয়স সংখ্যা মাত্র। কিন্তু আদপে তা কি সত্যি? এই প্রশ্নে বেশিরভাগ মানুষেরই উত্তর হবে না। কারণ বয়স একটু বাড়তেই বয়স, কমানোর ফন্দি আঁটেন অনেকেই। মেয়েদের তো আবার এই বিষয়ে বিশেষ বদনাম রয়েছে যে মেয়েরা বয়স লুকোন। এসব তো মজার কথা। কিন্তু আসল কী উপায়ে বয়স ধরে রাখা যায় জানেন?

বলিরেখার সমসা মেটাতে শুধু রূপচর্চা করলেই হবে না। নজরটা দিতে হবে ডায়েটের উপর। কী খাবেন তার জন্য? জানুন

গাজর:

গাজরে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন এবং কমলা রঞ্জক, যা শুধুমাত্র ত্বককে তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে না বরং রক্তের কোলেস্টেরল কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন এক গ্লাস এই সবজির রস পান করলে দৃষ্টিশক্তি ভালো হয় এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

আঙ্গুর:

টক-মিষ্টি এই ফলটিতে রয়েছে রেসভেরাট্রল এবং ভিটামিন-সি। অ্যান্টি-এজিং গুণে সমৃদ্ধ আঙ্গুর ত্বকের কোষ ভেঙে যাওয়াকে রোধ করে। বেগুনি আঙুরের রস যদি প্রতিদিন খাওয়া যায় তবে এটি ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকিও কমাতে পারে।

কমলালেবু:

সাইট্রাস ফল কমলালেবু শুধুমাত্র ভিটামিন সি সমৃদ্ধ নয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টেও রয়েছে। এই উপাদানগুলো শুধু ত্বকের জন্যই ভালো নয়, ক্যান্সার প্রতিরোধে এবং কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

পেঁয়াজ:

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধপেঁয়াজ ধমনী জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা করে। এর পাশাপাশি পেঁয়াজ শরীরে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়।

বাঁধাকপি:

এতেও আন্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা শুধুমাত্র কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে না,ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি থেকেও ত্বককে রক্ষা করে। বাঁধাকপি খাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল হালকা ভেজে বা ভাপে। এতে এর পুষ্টিগুণ শরীরে ভালোভাবে শোষিত হয়।

পালং শাক:

পালং শাক বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। এই শাকে ভিটামিন-কে থাকে, যা রক্তনালীকে শক্তিশালী করে এবং ফুসফুসের ক্যান্সার ও হৃদরোগ থেকে শরীরকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে।

টমেটো:

টমেটো হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং লাইকোপিনের অন্যতম প্রধান উত। এটি খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং কোলন ক্যান্সার থেকে শরীরকে রক্ষা করে। টমেটো তরুণ চেহারা রক্ষায় সহায়ক বলেই যুগ-যুগ ধরে প্রমাণিত।

স্ক্যাল্পে এভাবে মালিশ করুন পাতিলেবুর রস

কোমর পাতলা করতে প্রতিদিন সকালে অনেকেই লেবুর জলে চুমুক দেন। এতে উপকারিতাও মেলে অনেক। লেবুর রসের মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে। এই উপাদান যেমন শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, তেমনই ওজন কমায় এবং হজম স্বাস্থ্যকে ভাল রাখে। রোজ যদি নিয়ম করে লেবুর রস খাওয়া যায়, তাহলে ত্বকের জেল্লাও বেড়ে যায়।

কিন্তু ত্বক বা স্বাস্থ্যের মধ্যে লেবুর রসের গুণাগুণ সীমাবদ্ধ নেই। চুলের খেয়াল রাখতেও লেবুর রসের জুড়ি মেলা ভার। চুলের যত্নে লেবুর রসের উপকারিতা- লেবুর রস চুলের জন্য দারুণ উপকারী। যেহেতু লেবুর রসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে, এটি কোলাজেন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যার জেরে চুলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়াও লেবুর মধ্যে প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা চুলের ফলিকলকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। এতে চুল পড়ার সমস্যা কমে। এছাড়া খুশকির সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে লেবুর রস। সাধারণত চুলের যত্নে লেবুর রস সরাসরি ব্যবহার করা হয়। কার্যকর ফলাফল পেতে আপনি লেবুর রস দিয়ে হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। ডিআইওয়াই হেয়ার মাস্ক- লেবুর রস ও অ্যালোভেরা জেল- ২ চামচ লেবুর রস ১ চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে স্ক্যাল্পে ভাল করে লাগান। ৩০ মিনিট রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন। অ্যালোভেরার মধ্যে ময়েশ্চারাইজিং উপাদান রয়েছে, যা স্ক্যাল্পকে ফাঙ্গাল সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া অ্যালোভেরার মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং জিঙ্ক, কপারের মতো পুষ্টি রয়েছে যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

লেবুর রস, হেনা ও গ্রিন টি- প্রথমে গ্রিন টি বানিয়ে নিন। এর মধ্যে সারারাত ধরে হেনা ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে এই হেনার মিশ্রণে ২ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। আপনার চুল রুক্ষ ও শুষ্ক হলে এতে টকদই মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি ভাল করে চুলে লাগিয়ে নিন। ৪০ মিনিট রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন। এই হেয়ার মাস্ক আপনার পাকা চুলের সমস্যাও দূর করে দেবে।

লেবুর রস, অলিভ অয়েল ও ক্যাস্টর অয়েল- একটা গোটা পাতিলেবুর রস নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ চামচ ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি স্ক্যাল্পে ও চুলে লাগিয়ে ভাল করে মালিশ করুন।

রুটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী

এখন অনেকেই ওজন, ডায়াবেটিস কমাতে হলে ভাতের বদলে রুটি খান। অনেকের ধারণা, ভাতের চেয়ে রুটি অনেক বেশি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ খাবার। পুষ্টিবিদরা বলেন, ভাত হল পুষ্টির ভাণ্ডার। এতে রয়েছে ফোলেট, ভিটামিন বি৩, ফসফরাস, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার ও কিছুটা পরিমাণে সুগার। এই সব উপাদান দেহের জন্য অত্যন্তপ্রয়োজনীয়। তাই প্রতিদিনের ডায়েটে ভাত রাখলে কোনও সমস্যা নেই। এই শস্য থেকেই শরীর নিজের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়। পুষ্টির বিচারে রুটিও কম যায় না। এটি হল ফাইবারের খনি। এ কারণে রুটি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সহজেই দূর করা যায়। এছাড়া রুটিতে রয়েছে ফোলেট, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম ও কিছুটা পরিমাণ সুগার। তাই রুটি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্তউপকারী। সবথেকে বড় কথা, আটার তৈরি রুটিতে শস্যের সব ভাগ রয়েছে। ফলে পুষ্টিগুণের বিচারে এর জুড়ি মেলা ভার। আসলে ভাত ও রুটি দুটিই পুষ্টিগুণে ভরপুর। যার যেটা পছন্দ সেটা খেতে পারেন।

অনেকেই ভাবেন ভাত খেলে বোধহয় সুগার বেড়ে যাবে, এই ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। রুটি খেলেও যা হয়, ভাত খেলেও তাই। শুধু পরিমাপটা জানতে হবে। ঠিক একই ভাবে ভাত খাওয়ার সঙ্গে ওজন বাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। তাই ভাত ও রুটির মধ্যে যেটা পছন্দ, সেটাই খান। ভাত ও রুটি একসঙ্গে খেলে অনেক সময় মাপের ঠিক থাকে না। মানুষ এই দুই খাবারের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পান না। ফলে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করা হয়ে যায়। এই কারণে ওজন ও সুগার দুইই বাড়ে। তাই এই দুই ধরনের খাবার একদমই একসঙ্গে খাওয়া ঠিক নয়। বরং দুপুরে ভাত ও রাতে রুটি খান।

গরমে কম্বিনেশন ত্বকের যত্ন নিন

গরমকাল মানেই প্যাচপ্যাচে ঘাম। সব সময়ই মুখ, হাত, পা ঘামে চিটচিটে হয়ে থাকে। কী ভাবে যে একটু রিফ্রেশ হওয়া যায়, তারই সন্ধান চলে অনবরত। তৈলাক্ত ত্বকে ঘাম আর তেল মিলেমিশে ত্বক আরও বেশি তেলতেলে হয়ে যায়, শুষ্ক ত্বকে আরও বেশি টান ধরে এবং রুক্ষ ভাব থাকে। আর যাদের কম্বিনেশন ত্বক, তাদের আবার অন সমস্যা।

কম্বিনেশন ত্বকের কিছুটা অংশ শুষ্ক, আবার কিছু অংশ থাকে তৈলাক্ত। যাদের কম্বিনেশন ত্বক আছে, তাদের সাধারণত টি-জোন (কপাল, নাক, থুতনি) তৈলাক্ত এবং গালের অংশ থাকে শুষ্ক। এই ধরনের ত্বকে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। ফলে কী ভাবে ত্বকের নিলে কাজে দেবে, তা ভেবেই নাজেহাল হন অনেকে।

মার্কেটে তৈলাক্ত এবং শুষ্ক ত্বকের জন্য অনেক পণ্য পাবেন, কিন্তু কম্বিনেশন ত্বকের জন্য মাত্র কয়েকটি পণ্যই বিদ্যমান। তবে চিন্তার কিছু নেই! গরমে কম্বিনেশন ত্বকের যত্ন নিন বাড়ি বসেই। ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ফেস প্যাক। আজ আপনাদের জন্য রইল কম্বিনেশন স্কিনের ৫টি ফেস প্যাকের হদিশ।

মধু, দই এবং গোলাপ জলের ফেস প্যাক

১ টেবিল চামচ মধু, ১ টেবিল চামচ টক দই এবং ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ফেস প্যাকটি পুরো মুখে সমানভাবে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। মধু এবং দই ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে আর্দতা ফেরায়। মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। গোলাপ জল ত্বককে সতেজ করে তোলে। গোলাপ জলে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেবিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ ত্বকের যে কোনও ধরনের জ্বালা, লালচে ভাব, ফোলাভাব ও ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

ওটস এবং আমন্ড ফেস প্যাক

১০-১২টা আমন্ড সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পর দিন খোসা ছাড়িয়ে পেস্ট করে নিন। এতে ১ টেবিল চামচ ওটস, ১ চামচ মধু এবং টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ওটস ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে। অন্যদিকে, আমন্ড শুষ্ক ত্বকে পুষ্টি যোগায়।

পেঁপে এবং কলার ফেস প্যাক

কয়েক টুকরো পাকা পেঁপের সঙ্গে পাকা কলা পেস্ট করে নিন। এতে মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে নিন। এই ফেস প্যাক ত্বক হাইড্রেট রাখে এবং জেল্লা ফেরায়।

মুলতানি মাটির ফেস প্যাক

ত্বকের যত্নে মুলতানি মাটির উপকারিতা কারুরই অজানা নয়। তবে মুলতানি মাটি ত্বক আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে। তাই এর সঙ্গে গোলাপ জল ব্যবহার করুন। তাহলে ত্বক আর্দ্রতা পাবে।

মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের জ্বালা, যন্ত্রণা, লালচে ভাব প্রশমিত করে এবং ত্বক সতেজ রাখে।

শসার ফেস প্যাক

অর্ধেক শসা পেস্ট করে তাতে ১ চা চামচ মধু এবং আধা চা চামচ দুধের সর মেশান। পুরো মুখে এই পেস্টটি লাগান। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ফেস প্যাক লাগানোর সময় চোখের উপর ২টি শসার স্লাইস রাখতে পারেন।

কত দিন অন্তর ফেসিয়াল করলে সুন্দর হবে ত্বক?

সন্দর টানটান জেল্লাদার ত্বকে কে না চান! কিন্তু ওমন সুন্দর ত্বক তো আর এমনি পাওয়া যায় না। তার জন প্রয়োজন যত্নের। নিয়মিত রূপটানের দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে সুন্দর, দাগছোপহীন ত্বক। ত্বকের যত্ন নিতে ফেসিয়াল করা উচিত কি নয়? এই বিষয়ে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে।

তাই অনেকেই ফেসিয়াল করানোর আগে সংশয়ে ভোগেন। এছাড়া অনেকে আবার বুঝে উঠতেই পারেন না কত দিন অন্তর ফেসিয়াল করা উচিত? তাঁদের জন ফেসিয়াল সংক্রান্ত কিছু টিপস।

প্রতি কয়েকদিন পরপর ত্বককে ভাল ভাবে পরিষ্কার করতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পাশাপাশি ত্বকের পুষ্টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফেসিয়াল এই দুটি চাহিদাই খুব ভালোভাবে পূরণ করে। এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা ফেসিয়াল করার পরামর্শ দেন। সাধারণত মহিলারা মাসে একবার বা দুই মাসে একবার ফেসিয়াল করান। যাইহোক, যদি মাসে দুইবার অর্থাতপ্রতি ১৫ দিনে একবার ফেসিয়াল করেন তবে তা হতে পারে ত্বকের জন উপকারি।

১৫ দিনে ফেসিয়াল করাবেন কেন?

১৫ দিনে একবার ফেসিয়াল করলে ত্বক পরিষ্কার থাকে। এটি ত্বকের ছিদ্র পরিষ্কার করার পাশাপাশি মরা চামড়া দূর করে। এছাড়াও ব্ল্যাকহেডস থেকে হোয়াইটহেডস দূর করে। ত্বকের ক্ষতি করে এমন এই জিনিসগুলো মাসে দুইবার অপসারণ করলে ত্বক আরও সুস্থ ও উজ্জ্বল থাকে।

বিশেষজ্ঞের মতামত কি?

কত ঘনঘন ফেসিয়াল করা উচিত সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, যদি আপনার ত্বক শুষ্ক হয় তবে মাসে দু'বার ফেসিয়াল করালেই ত্বক হাইড্রেশন পাবে। চিকিতকরা আরও বলেন,ত্বক শুষ্ক হলে ত্বকের ছিদ্র দ্রুত আটকে যায় বা হোয়াইটহেডস এবং ব্ল্যাকহেডস দেখা দেয়। তাই ১৫ দিন অন্তর একবার ফেসিয়ালের মাধমে ত্বক পরিষ্কার ককে নিলে মিটবে এই ধরনের সমসা। তবে যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল তাঁদের ফেসিয়াল করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ফেসিয়াল কীভাবে মুখের কাজ করে?

ফেসিয়াল হল একটি স্কিন কেয়ার ট্রিটমেন্ট। যা এক্সফোলিয়েশনের মাধ্যমে মরা চামড়া দূর করে। ত্বককে আর্দ রাখে। শুধু তাই নয় ফেসিয়ালের ফলে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। ফলে ত্বকে জেল্লা ফেরে।

ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে ফেসিয়াল করবেন?

পার্লারে গিয়ে পয়সা খরচ না করে বাড়িতে কীভাবে ফেসিয়াল করবেন জানুন..

ধাপ ১: একটি মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে আপনার মুখ পরিষ্কার করুন।

ধাপ ২: ঘরে তৈরি বা বাজার থেকে কেনা স্ক্রাব দিয়ে কমপক্ষে ৫ মিনিটের জন্য স্ক্রাব করুন।

তৃতীয় ধাপ ৩: মুখে বাষ্প নিন, যাতে এর পরে যে পণ্যগুলি প্রয়োগ করা হয়,সেগুলি ভালভাবে শোষিত হতে পারে।

ধাপ ৪: ১০ মিনিটের জন্য ময়েশ্চারাইজার দিয়ে আপনার মুখ ম্যাসাজ করুন। কী স্ট্রোক প্রয়োগ করবেন তা জানার জন ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারেন।

ধাপ ৫: মুখ পরিষ্কার করার পর ঘরে তৈরি বা বাজার থেকে আনা ফেসপ্যাক লাগান। এটি ১৫ মিনিটের জন্য রাখুন।

ধাপ ৬: হালকা গরম জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন এবং তারপর ক্রিম লাগান।

ধাপ ৭: এরপর আপনি চাইলে বাদাম তেল বা ত্বকের উপযোগী কোনো এসেনশিয়াল অয়েলও লাগাতে পারেন। তাতে ত্বকের জেল্লা আরও বাড়বে।

কোঁকড়ানো চুলের সঠিক যত্ন নেবেন কীভাবে

গরমে চুলের অবস্থা সত্যিই খারাপ। গরমে ঘামে, ও ধুলোবালির কারণে চুলে দেখা দিচ্ছে একাধিক সমস্যা। গরমে চুল পড়ে যাওয়ার সমসাও বেড়েছে কয়েকগুণে। শুধু তাই নয় আর্দতা হারাচ্ছে চুল। এতো গেল সাধারণ সমস্যা। যাঁদের কোঁকড়ানো চুল তাঁদের সমস্যা সাধারণ মানুষদের থেকে অনেকটাই বেশি।

কারণ কোঁকড়ানো চুল গরমে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কোঁকড়ানো চুলে সারাবছরই ফ্রিজিং-এর সমস্যা হয়। আর গরমে যেহেতু স্ক্যাল্প অপেক্ষাকৃত বেশি ঘামে তাই চুল ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। চুল চিটচিটে হয়ে ফ্রিজ হয়ে গেলেই হয় মুশকিল। চুল ফ্রিজ হয়ে গেলে স্বাভাবিক করার জন্য পার্টি বা কোনও অনুষ্ঠানের আগে হেয়ার স্ট্রেইটনার দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তবে এটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। জানুন কীভাবে সারাবছর কোঁকড়ানো চুলের যত্ন নেবেন

সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু:

কোঁকড়ানো চুলের জন্য সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহারের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এই সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু চুলের ফ্রিজি ভাব কাটাতে সাহয্য করে। শুধু তাই নয়, চুলের জেল্লাও ফেরায়।

কন্ডিশনার ব্যবহার করুন:

কন্ডিশনার ব্যবহার করা চুলের জন্য জরুরি। কিন্তু কোঁকড়ানো চুলের ক্ষেত্রে কন্ডিশনার ববহারের জন বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ কোঁকড়ানো চুলের আর্দতার পরিমাণ সাধারণ চুলের থেকে কম। ফলে খুব তাড়াতাড়ি চুল শুষ্ক হয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় ফ্রিজিমং-এর সমস্যা। আর এই সমস্যা মাত্রা ছাড়ালে বাড়ে চুল পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি। এই সমস্যা এড়াতে ভাল মানের কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে।

মোটা দাঁতের চিরুনী:

চুলের জন্য মোটা দাঁতের চিরুনী ব্যবহারের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কোঁকড়ানো চুলের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা নয়। আর বিশেষ করে যাঁদের কোঁচকানো চুল তাঁদের এই ধরনের চিরুনী ব্যবহার করা উচিত যাতে চুল কম ছেড়ে। কারণ একটাই কোঁচকানো চুল যেহেতু ফ্রিজি হয়ে যায় তাই পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি।

হেয়ার সিরাম: কোঁকড়ানো চুলের ফ্রিজিং-এর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করুন হেয়ার সিরাম। চুলের শুষ্কতা মিটিয়ে জেল্লা ফেরাতে সাহায্য করে হেয়ার সিরাম। তাই শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই ববহার করতে হবে হেয়ার সিরাম।

মাথায় হাত দিলেই ঝরে পড়ছে খুশকি?

গরমকাল এলেই শুরু হয় চুলের নানান সমস্যা। গরমে ঘামে ভিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় চুল। আর খুশকির সমসা সে তো অনাহুত অতিথি। যাঁরা এই সমস্যায় ভোগেন তাঁরাই একমাত্র বুঝবেন এর জ্বালা ঠিক কতটা। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে মাথায় হাত দিলেই ঝরে পরে খুশকি।

এ যে কী-ই অপ্রস্তুতিতে ফেলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সমসার ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে। জানুন কী করবেন নিমকে এক কথায় বলা হয় ত্বক ও চুলের বন্ধু। নিম জলে স্নান করার বহু উপকারিতা রয়েছে। গায়ে চুলকানি বা ব্যাশের জ্বালা থেকে মাথায় খুশকি থেকে রেহাই দেয় এই পাতা। নিম ভেজোনো জলের গুণে খুব তাড়াতাড়ি দূর হয় খুশকির সমস্যা। এচাড়াও বানিয়ে নিতে পারেন হেয়ার পাক। কীভাবে ববহার করবেন? নিমজল বানাতে লাগে,১ লিটার জল ও ৪০-৫০ টি নিমপাতা। এরপর তা ফুটিয়ে নিয়ে জল ঠাণ্ডা হতে দিতে হবে। এই নিমপাতার জল সপ্তাহে তিন থেকে চারবার ব্যবহার করতে পারেন। হেয়ার প্যাক- ১ লিটার জলে নিমপাতা ফুটিয়ে তুলে নিন। এলার তাতে এক চা-চামচ মধু দিয়ে দিন। সেইভাবে সারা রাত ফেলে রাখুন। পরের দিন সকালে উঠেই মধু আর নিমপাতা বেটে নিয়ে তার পেস্ট মাথায় লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন। এছাড়া ব্যবহার করতে পারেন তেল। তবে মাথায় শুধু নারকেল তেল মাখলেই হবে না। প্রথমে নারকেল তেল গরম করে নিতে হবে। তারপর সেই গরম করা নারকেল তেলে মিশিয়ে নিন সামান্য লেবুর রস। এবার সেটি মাথায় মেখে, ১০-২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন। এছাড়াও খুশকি তাড়ানোর আরও একটি ভাল উপায় হল লেবু। স্নানের আগে টকদইয়ের সঙ্গে লেবু মিশিয়ে মাথায় মাখুন। উপকার পাবেন। আলোভেরাও খুশকির বিরুদ্ধে ভাল কাজ করে। এক চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ক্যাসটার অয়েল। স্নানের আগে মাথায় এই মিশ্রণ লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। খুব তাড়াতাড়ি যদি সহজে খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চান,তবেনারকেল তেলে ফেলে দিন একটু কর্পুর। এই তেল মাথায় মেখে কিছুক্ষণ বাদে ধুয়ে ফেললেই মিলবে ফল।

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বহুমুখী: প্রণয় ভার্মা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৮।। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে 'জি২০ মেগা বিচ ক্লিন আপ' শীর্ষক সমুদ্র সৈকত সাফাই কার্যক্রমের আয়োজন করেছে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন। রবিবার বিকেলে ২০২৩ সালের ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সির আচরণবিধির অধীনে আয়োজিত এক ঘন্টাব্যাপী এ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সবসময় জলবায়ু ইস্যুতে সম্মুখসারিতে রয়েছে। তিনি উপকূলীয় ও সামুদ্রিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক হিসাবে ভারত সরকারের এই উদ্যোগ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি চলাকালে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আমন্ত্রণ বাংলাদেশের গ্রহণ করা উভয় দেশের বিস্তৃত ও সুগভীর অংশীদারত্বের প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হচ্ছে বহুমুখী এবং সেটা যৌথ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষাসহ সুবিস্তৃত নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক আবাসস্থলের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের দুই দেশের যৌথ মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকারসমূহের একটি স্বত:স্ফূর্ত সম্প্রসারণ। এ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম ব্যাক্তিত্বের পাশাপাশি শিক্ষার্থী এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জি২০ মেগা বিচ ক্লিন আপ ইভেন্টেটির উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের ওপর সামুদ্রিক বর্জ্যের প্রভাব সম্পর্কে সংবেদনশীল করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পরিবেশগত সংকট প্রশমনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও জনসমাজের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।
রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।
ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।
প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.) গত কয়েকদিনের ঝড়-বৃষ্টিতে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় "ফুরফুরে" আবহাওয়া। শহর কলকাতার তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমেছে অনেকটাই। রবিবারও আংশিক মেঘলা তিলোত্তমার আকাশ। বিকেলের দিকে রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম এবং রবিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতাংশ।
রবিবার ছুটির দিনে দিনেও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এই জেলাগুলি হল- উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া।
শুধু বৃষ্টিপাতই নয়, এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবার অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনও কিছুটা এক থাকবে পরিস্থিতি। জেলায় জেলায় রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কিন্তু, মঙ্গলবার থেকেই বদলাতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া। তাপমাত্রার পারদ বাড়তে পারে জেলাগুলিতে। ফের একবার ভ্যাপসা গরমের কারণে বাড়তে পারে অস্বস্তি।
রবিবার দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদাতে হতে পারে বৃষ্টিপাত। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলায় অপেক্ষাকৃত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

দিল্লির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী যাদুঘর, ১০১ তম "মন কি বাত"-এ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.) দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের উতর্গ করা পিএম মিউজিয়াম জাতীয় রাজধানীতে বাড়তি সৌন্দর্য্য যোগ করছে। রবিবার ১০১ তম "মন কি বাত"-এ একাধিক মিউজিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
তাঁর এদিনের "মন কি বাত"-এ উঠে আসে একাধিক মিউজিয়ামের কথা। তিনি বলেন, "গুরুগ্রামে একটি অনন্য যাদুঘর রয়েছে - মিউজও ক্যামেরা। ১৮৬০ সালের পর থেকে তৈরি ৮ হাজারেরও বেশি ক্যামেরার সংগ্রহ রয়েছে এখানে।
তামিলনাড়ুর মিউজিয়াম অব পসিবিলিটিস আমাদের বিশএষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয় এমন একটি জাদুঘর, যেখানে ৭০ হাজারেরও বেশি জিনিস সংরক্ষণ করা হয়েছে।'
এদিনের "মন কি বাত"-এ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মেমোরি প্রজেক্ট হল এক ধরনের অনলাইন মিউজিয়াম। এটি সারা বিশ্ব থেকে পাঠানো ছবি এবং গল্পের মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের লিঙ্কগুলিকে সংযুক্ত করে। দেশভাগের ভয়াবহতার সঙ্গে জড়িত স্মৃতিগুলিও সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।'
গত কয়েক বছরেও, আমরা ভারতে নতুন ধরণের যাদুঘর এবং স্মৃতিসৌধ তৈরি হতে দেখেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী ভাই-বোনদের অবদানের জন্য নিবেদিত দশটি নতুন যাদুঘর স্থাপন করা হচ্ছে।

৩ দিনের নাইজেরিয়ায় সফরে যাচ্ছেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): আজ তিনদিনের নাইজেরিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২৮-৩০ মে নাইজেরিয়া সফরে থাকবেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এই সফরে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত বোলা আহমেদ টিনুবুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ২৯ মে (সোমবার) নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজার ঈগল স্কোয়ারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে, সেখানেই যোগ দেবেন রাজনাথ সিং। ২৮ মে নাইজেরিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারির সঙ্গেও দেখা করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তায় কড়া নিরাপত্তায় নতুন সংসদ ভবন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.) : আজ গণতন্ত্রের নয়া পীঠস্থান, নতুন সংসদ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে নয়া সংসদ ভবন চত্বর। শনিবার রাত থেকেই ৭০ জনের বেশি পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে নতুন সংসদ ভবন চত্বরে।
দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, নয়া সংসদ ভবন উদ্বোধনের প্রাক্কালে দুষ্কৃতীরা 'প্রধানমন্ত্রী বিরোধী' এবং 'ভারত বিরোধী' কিছু স্লোগান সংসদ ভবন দেওয়ালে সাঁটাতে পারে বলে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে পুলিশ। তাই কোনরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ দিল্লি পুলিশ।
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বদলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন হওয়ার বিরোধিতা করে ২০টি বিরোধী দল এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। এই পরিস্থিতিতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নয় সংসদ ভবন কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল।
গতকাল, দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আগামীকাল নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা। তাই আগামীকালের অনুষ্ঠানের সময় নতুন সংসদ ভবন চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে আমরা নিশ্চিত করছি।"
অন্যদিকে, কুস্তি ফেডারেশন প্রধানের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বিক্ষোভকারী কুস্তিগীররা আগামীকালই নতুন সংসদ ভবনের সামনে একটি মহা মহিলা মহাপঞ্চায়েত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই সেদিকেও বিশেষ নজর রয়েছে পুলিশের। যদিও ২৮ মে নতুন সংসদ ভবনের সামনে মহিলাদের মহাপঞ্চায়েত যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুস্তিগীর বীনেশ ফোগাট। তবে কোনরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ দিল্লি পুলিশ। তাই অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী মোতায়েনের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ পদমর্যাদার আধিকারিকেরাও নতুন সংসদ ভবনের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবেন এবং গোটা এলাকা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

শাহরুখ খানের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন সংসদ ভবনের কাহিনি, প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

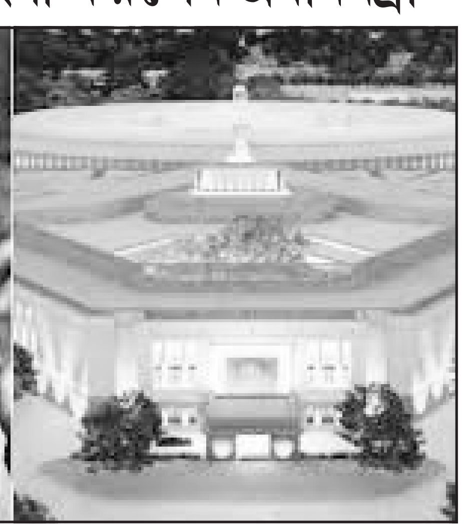

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.) : উদ্বোধন হল নতুন সংসদ ভবনের। বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খানের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন সংসদ ভবনের কাহিনি। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র অনুরোধেই সংসদ ভবনের ভিডিয়োয় ভয়েস ওভার বা কণ্ঠ দিয়েছেন শাহরুখ খান। শুধু শাহরুখই নন, একই সঙ্গে অপর আরেকটি ভিডিয়োয় কণ্ঠ দিয়েছেন অক্ষয় কুমারও। শনিবার রাতেই দুই বলিউড তারকা নতুন সংসদ ভবনের ভিডিয়ো শেয়ার করেন, যেখানে তাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁদের এই ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরে বলিউডের অনান্য তারকা ও রাজনৈতিক নেতারাও এই টুইট শেয়ার করেন।
গত ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন সংসদ ভবনের এক ঝলক ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। সেই ভিডিয়োয় কোনও ভয়েস ওভার বা বাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছিল না। সেই ভিডিয়োতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছিলেন, "আমার একটা বিশেষ অনুরোধ রয়েছে-এই ভিডিয়োটিতে আপনারা নিজেদের কণ্ঠ দিয়ে শেয়ার করুন, নিজেদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরুন। আমি সেগুলির মধ্যে থেকে রি-টুইট করব।"
প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি শাহরুখ খান। তিনি সংসদ ভবনের ওই ভিডিয়ো পোস্ট করেন নিজের কণ্ঠে ভয়েস-ওভার দিয়ে। বাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে সঙ্গে জুড়ে দেন তাঁর সিনেমা 'স্বদেশ'-র সুর। টুইটের ক্যাপশনে শাহরুখ লেখেন, "আমাদের সংবিধানকে যারা তুলে ধরে রেখেছেন, যারা এই মহান দেশের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের জন্য কী অসাধারণ নতুন বাড়ি।"
ভিডিয়োয় শাহরুখ খানকে বলতে শোনা যায়, "নতুন সংসদ ভবন আমাদের আশা-প্রত্যাশার নতুন ঠিকানা।
১৪০ কোটি ভারতীয়দের এক পরিবারে পরিণত করেছে যে সংবিধান, তাকে তুলে ধরার দায়িত্ব রয়েছে যাদের কাঁধে, তাদের জন্য নতুন নীড় এটি। আশা করি এই নতুন বাড়ি এত বড় হোক যে দেশের প্রতিটি কোণের, প্রতিটি শহর ও গ্রামের সমস্ত মানুষের জন জায়গা থাকুক।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শাহরুখের এই ভিডিয়োর জবাবে লেখেন, "অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা।"

নতুন সংসদ ভবন উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী, সকাল থেকেই শুরু আচার অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। আজ নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর জন্য রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে আচার অনুষ্ঠান। এদিন সকালে সংসদ চত্বরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে স্বাগত জানালেন স্পিকার ওম বিড়লা। প্রথমেই গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নতুন এই সংসদ ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল। উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।
নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন সংসদ ভবনে লোকসভায় ৮৮৮ জন এবং রাজ্যসভায় ৩০০ জন সদস্য বসতে পারবেন।
উভয় কক্ষের যৌথ সভার ক্ষেত্রে, মোট ১ হাজার ২৮০ জন সদস্যকে স্থান দেওয়া যাবে লোকসভাতেই। অবশেষে রবিবার সেই নতুন সংসদ ভবনটি দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রবিবার মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল

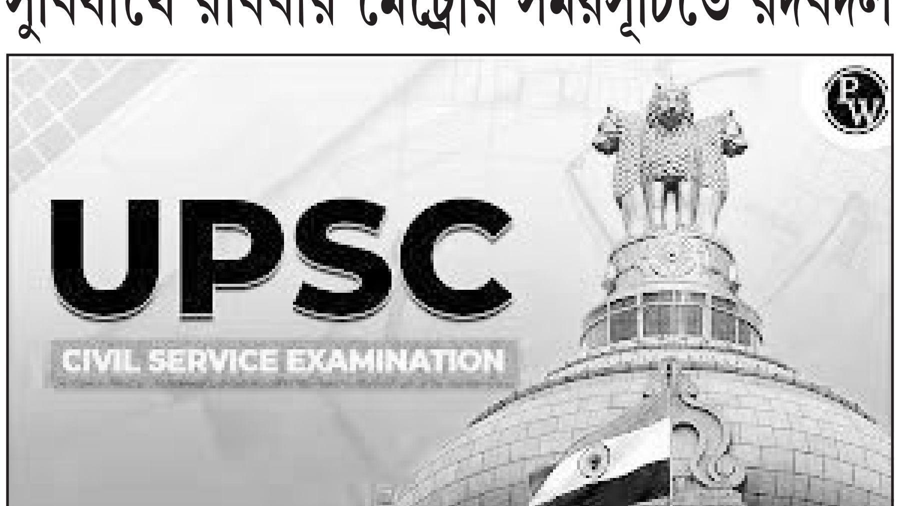

কলকাতা, ২৮ মে (হি. স.) : আজ ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট সময়ের ১ ঘণ্টা আগে রবিবার মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। রবিবার সরকারি চাকরির পরীক্ষা রয়েছে। ওই পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই সকাল ৮টা থেকেই মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।
সাধারণত রবিবার সকাল ৯টায় মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়।
রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস-এর পরীক্ষা রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং ভিড় সামাল দিতে রবিবার নির্দিষ্ট সময়ের ১ ঘণ্টা আগে মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সকাল ৮টায় প্রথম মেট্রো ছাড়বে।
একই সঙ্গে রবিবার দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১০ মিনিট অন্তর মেট্রো চালানো হবে। অতীতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত মেট্রো চালিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ।

দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করেন প্রধানমন্ত্রী

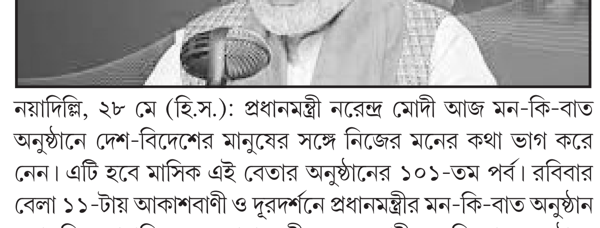

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেন। এটি হবে মাসিক এই বেতার অনুষ্ঠানের ১০১-তম পর্ব। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন।
প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

রবিবার আগরতলায় নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট পার্টনার্স মিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

সোনারপুর থেকেই সওকাত মোল্লা, ফিরদৌসিদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন শুভেন্দু অধিকারী

সোনারপুর, ২৮ মে (হি.স.) : সোনারপুরের উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগমের সম্পত্তি রকেটের থেকেও বেশি দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। সোনারপুরে একাধিক বেনামি সম্পত্তি কিনেছেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। কার্যত সাক্ষ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে এভাবেই রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের বিধায়কদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এসবের পাশাপাশি সোনারপুর দক্ষিনের বিধায়ক লাভলি মৈত্রকেও একের পর এক বাক্য বাণে বেঁধেন শুভেন্দু। এই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের জীবন মুখোপাধ্যায়কে পরিকল্পনা করে সরিয়ে দেওয়ার পিছনেও লাভলির হাত রয়েছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু।

রবিবার বিকেলে সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর কদমতলা এলাকা থেকে একটি পদযাত্রা করেন শুভেন্দু। পদযাত্রা শেষ হয় সোনারপুর স্টেশান সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে।

সেখানেই আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় এভাবেই শাসক দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা। এসবের পাশাপাশি সোনারপুর এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যেভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিধায়কদেরকে সাবধান করেন শুভেন্দু। আগুন নিয়ে না খেলার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এসবের পাশাপাশি এদিন তিনি সিপিএম এবং কংগ্রেসকে নিয়ে ও কটাক্ষ করেন। গত পরপর দুটি বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম এবং কংগ্রেস কার্যত তৃণমূলের সাথে গোপন আঁতাত করেছে, সেই কারণে বিরোধী দলের আসনে তাঁরা বসলেও সেভাবে কোন প্রতিবাদ হয়নি বলে এই দুই দল সম্পর্কেও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। এসব ছাড়াও চিরাচরিত নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও একের পর এক মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন বলে আরও একবার চ্যালেঞ্জ করেন শুভেন্দু।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মন্ত্রী বীরবাহার উপর হামলার প্রতিবাদে ৮ জুন রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক আদিবাসীদের

ঝাড়গ্রাম, ২৮ মে (হি.স.) : মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ৮ জুন রাজ্যজুড়ে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিল ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল। 'মারধর, হামলা গণতন্ত্রে চলতে পারে না', বললেন ধর্মঘটীরা।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। ওইদিন বিকেলে গড় শালবনি এলাকায় অবরোধ শুরু করেন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই এলাকা দিয়ে যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। অভিষেকের গাড়ির পরে ছিল মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিনপুরের বিধায়কের দেবনাথ হাঁসদার গাড়ি। অভিযোগ, বীরবাহা এবং দেবনাথের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। বীরবাহার গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেও পাথর বৃষ্টি হয়। বাইকে থাকা তৃণমূল কর্মীদের উপরেও লাঠি, বাঁশ হাতে হামলা চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার জল গড়ায় অনেকদূর।

ঝাড়গ্রাম জেলা পরগনার ডাংরা হাঁসদা বলেন, "আন্দোলন করার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এভাবে মারধর, হামলার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এরই প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি।"

হিলিতে চোরাই টোটো বিক্রি করতে এসে ধরা পড়ল দুই চোর

হিলি(বালুরঘাট), ২৮ মে (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে টোটো বিক্রি করতে এসে হিলিতে ধরা পরল দুই টোটো চোর। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হতে ওই দুইজনকে আটক করে। এরপর খবর দেওয়া হয় স্থানীয় হিলি পুলিশে। এরপর হিলি থানার পুলিশ প্রশাসন এসে সেই দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

সূত্রের খবর, ১৫ হাজার টাকায় টোটো বিক্রি করতে চাইছিলেন ওই দুটি টোটো চোর। ছিল না টোটোর ব্যাটারি। জনগণের সন্দেহ হতেই তাদেরকে বেঁধে রাখেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় পুলিশ প্রশাসনে এসে তাদেরকে নিয়ে যায়। জানা যায়, ওই দুই অভিযুক্তের বাড়ি বালুরঘাট থানার ট্যাংক মোড় এলাকায়। নামধৃতদের নাম সজন সরকার, পিতা গণেশ সরকার বয়স ২৪, অন্যজন প্রশান্ত দাস পিতা সনাতন দাস বয়স ২৫ ।এই ঘটনাটি ঘটে হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী লালপুর এলাকায়। উল্লেখ্য গতকালই ত্রিমনিরহাট থেকে একটি টোটো চুরি হয়েছিল।

অন্যদিকে স্থানীয় টোটো চালকরা জানান ,ইদানিংকালে হিলি এলাকায় চুরির ঘটনা অনেকটাই বেড়ে গেছে। গতকাল হাট থেকে একটি টোটো চুরি হয়ে যায়। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি টোটো চোররা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় সেই পদক্ষেপ প্রশাসনকে গ্রহণ করতে হবে।

হাইলাকান্দিতে জুলাই মাসের চাল বরাদ্দ

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় জুলাই মাসের খাদ্য সুরক্ষার চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

হাইলাকান্দির জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার কার্ড প্রতি ৩৫ কেজি করে এবং প্রায়রিটি হাউজহোল্ড কার্ডের মাথাপিছু ৫ কেজি করে এই চাল বণ্টন করা হবে।

জেলাশাসকের পৃথক আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে মে মাসের জন্য আটা বরাদ্দের কথাও জানানো হয়েছে। প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড কার্ডের জন্য ১ কেজি ৪৫৫ গ্রাম করে আটা বণ্টন করা হবে মে মাসে।

শুভেন্দুর আগমনে অপবিত্র হয়েছে সোনারপুর

সোনারপুর, ২৮ মে (হি.স.) : শুভেন্দু অধিকারী সভা করার পর সোনারপুরের মাটি অপবিত্র হয়েছে আর সেই কারণেই গঙ্গাজল ছিটিয়ে সোনারপুরের মাটিকে পবিত্র করলেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলী মৈত্র। রবিবার বিকেলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ধিক্কার মিছিলের পর একটি প্রতিবাদ সভা করেন সোনারপুরে। সেখান থেকেই সোনারপুরের দুই বিধায়ক সহ রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কটুক্তি করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় সোনারপুরের এই দুই বিধায়ক তাকে যথেষ্ট ডিস্টার্ব করে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন।

হাসপাতালে প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকে বুকে টেনে নিলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) : হাসপাতালে ভর্তি অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আপ নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং। শুধু হাসপাতালে দেখতে যাওয়া নয়, মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্যকে আলিঙ্গনও করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সত্যেন্দ্র জৈনের হাত ধরে তাঁকে 'হিরো' তকমাও দেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁদের সেই আলিঙ্গন ও সাক্ষাৎকারের ছবি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল নিজেই তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে সেই ছবি পোস্ট করেছেন। টুইটারে লিখেছেন, এদিন দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন করার ছবি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই পোস্টের শিরোনামে সত্যেন্দ্র জৈনকে 'হিরো' তকমা দিয়ে কেজরিওয়াল লিখেছেন, "সাহসী মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়েছেহিরো"।

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির অবস্থা খারাপ, ভর্তি রিমস-এ

রাঁচি, ২৮ মে (হি.স.) : পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দি প্রকাশ চন্দ্র যাদব (৬২) হোতওয়ার জেলে অবনতি হওয়ায় জেল প্রশাসন তাকে রিমসে ভর্তি করে।

জানা গিয়েছে, প্রকাশের সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়ায় তিনি অস্থির বোধ করতে শুরু করেন। এর আগে তাকে রিমসের বন্দি ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হলেও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে মেডিসিন আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। প্রকাশের সুগার লেভেল ৫৩৩-এ পৌঁছেছে। চিকিৎসকরা প্রকাশের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করছেন।

প্রেমিকের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে আত্মহত্যা প্রেমিকার

মেদিনীনগর, ২৮ মে (হি.স.) : পাটন থানা এলাকার ইমলি গ্রামে প্রেমিকের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক তরুণী। এক মাস আগে তার প্রেমিকও আত্মহত্যা করেছিল। রবিবার ভোর ৬টার দিকে চম্পা কুমারী (২০) দোপাট্টা দিয়ে ফাঁস দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে জানা গেছে। আত্মহত্যার আগে মেয়েটি একটি সুইসাইড নোট লিখেছে। এর মধ্যে গ্রামেরই এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা রয়েছে। সুইসাইড নোটে উল্লেখ করা ছেলেটি মাসখানেক আগে বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মেয়ের আত্মহত্যার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। তার বাবা হায়দরাবাদে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং তার মা বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো আত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

নতুন সাধারণ পাসপোর্ট পেলেন রাহুল সোমবার যাচ্ছেন আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.) : একটি নতুন সাধারণ পাসপোর্ট পেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর এই পাসপোর্ট ইস্যু করার ক্ষেত্রে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছিল স্থানীয় এক আদালত। তার দুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ রবিবার নতুন সাধারণ পাসপোর্ট হাতে পেয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। সূত্রের দাবি, পাসপোর্ট অফিস সকালে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, রবিবারই তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হবে । বিকেল না হতেই সেই পাসপোর্ট পেয়ে গেলেন রাগা।

সোমবার সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। সেখান থেকে তিনি তিনটি শহরে সফর শুরু করবেন। সংসদ সদস্য থাকাকালে তাঁকে দেওয়া পুরনো কূটনৈতিক পাসপোর্ট সমর্পণ করে সাধারণ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন রাহুল।

প্রসঙ্গত, মোদী পদবি নিয়ে মন্তব্যের জন্য একটি ফৌজদারি মানহানির মামলায় রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করে গুজরাতের একটি আদালত। তাঁকে দুই বছরের সাজা দেওয়ার পর সাংসদ পদও খারিজ হয়ে গিয়েছে তাঁর। সান ফ্রান্সিসকো থেকে তিন শহরের সফর শুরু করবেন রাহুল গান্ধী। সান ফ্রান্সিস্কোর মর্যাদাপূর্ণ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি । এছাড়াও একটি সংবাদ সম্মেলনও করবেন কংগ্রেস নেতা এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে আইন প্রণেতা এবং থিঙ্ক ট্যাংকের সঙ্গে তিনি বৈঠকও করবেন।

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ১

দুর্গাপুর, ২৮ মে (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়ল প্রতারক। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম নয়ন ব্যানার্জি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা। শনিবার দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন।

ঘটনায় জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৮ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা চন্দন খাটুয়া নামে এক ব্যাক্তি দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় চাকরির নিয়োগ পত্র নিয়ে চাকরীতে যোগ দিতে আসে। নিয়োগপত্রটি জাল থাকায় ২৬ এপ্রিল ২০২২ এ দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা কোক ওভেন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ওই ঘটনার তদন্ত করে পুলিশ শনিবার রাতে নরেন্দ্রপুর থেকে নয়ন ব্যানার্জিকে গ্রেফতার করে। রবিবার দুপুরে অভিযুক্তকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

হয় উদয়পুর টেপানিয়া হাসপাতালে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সাবরুম থানার পুলিশ সাবরুম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সাবরুম থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে সেখান থেকে সাব্রুম থানায় নিয়ে এসেছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা প্রদান করতে হবে ।এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল ।তাতে যাত্রী দূর্ভোগে চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী। অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

আক্রান্ত পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আটক করলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ওসি প্রীতিময় চাকমার উপর আক্রমণ চালায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে নতুনবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ. মানিক সাহা এই প্রভাবশালী সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে সুশাসন এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে তাদের অবিরাম সমর্থন এবং নির্দেশনার জন্য তার কৃতজ্ঞতা জানান।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে বিশালগড় নামার বাজারে দোকানের পেছন থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে আজ সকালে বাড়ি থেকে টিফিন খেয়ে তিনি দোকানে আসেন। পারিবারিক কোন ঝামেলা ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

এক মঞ্চে

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাননি। তিনি বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। আবার সপা নেতা অখিলেশ যাদবও যাননি। এমন এক পরিস্থিতিতে ১২ জুন পটনার বৈঠক কতটা ফলপ্রসু হয় সেই দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

জাতীয় রাজনীতিতে বিগত বছরগুলিতে নিজেদের গুরুত্ব বুঝিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আম আদমি পার্টিও দিল্লির বাইরে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। পঞ্জাবে সরকার গড়েছে কেজরীবালের দল। এমন অবস্থায় যদি পটনার বৈঠক থেকে কোনও মোড় নেয় বিজেপি বিরোধী জোট, তাহলে কি ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবেন নীতিশ কুমার? এমন প্রশ্নও উঠে আসছে রাজনৈতিক মহলে।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

করতে পারছেন না। এলাকায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে জরুরী ভিত্তিতে যানবাহনের অভাবে হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। অগ্নি কাণ্ড কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলেও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এলাকার জনগণকে। সে কারণেই তারা রবিবার পথ অবরোধে শামিল হয়ে অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য ওই এলাকায় পানীয় জলের যথেষ্ট সংকট রয়েছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ইতিপূর্বেও এলাকার জনগণ পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো পর্যন্ত এসব সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। আন্দোলনকারীরা সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ এনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এলাকার সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের তরফ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দাবি করেছেন এলাকার জনগণ।

করলেন প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গলায় পরানো হয় উত্তরীয়। শুরু হয় বিশেষ সর্বধর্ম প্রার্থনাসভা।

এই সোনার রাজদণ্ডের একটি ইতিহাস রয়েছে। ভারতের স্বাধীনার অধ্যায়ে এই রাজদণ্ডের এক বিশাল বড় ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, তখন স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে এই সেঙ্গল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহলরলাল নেহরুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। এই সোনার রাজদণ্ডটি এতদিন রাখা ছিল এলাহাবাদ জাদুঘরে। তবে আজ এই রাজদণ্ডটি নতুন সংসদভবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী নতুন সংসদ ভবনে এই সেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন বেশ কয়েকজন তামিল সঙ্গীতজ্ঞ "নদস্বরম" নামক এক বাদ্যযন্ত্র বাজান। সেই সময় লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন তামিল শৈব মঠের পুরোহিতরা। সেই পুরোহিতরা পবিত্র জল ছিটিয়ে দেন সেঙ্গলের ওপর। সেই সময় তামিল গায়করাও রীতি মেনে গান গেয়ে ওঠেন।

উল্লেখ্য, 'সেঙ্গল' শব্দটি তামিল শব্দ 'সেম্মাই' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'ন্যায়'। এর আগে দক্ষিণের চোলা রাজবংশে এভাবে রাজদণ্ড প্রদান করে রাজ্যাভিষেক হত বা ক্ষমতা হস্তান্তর হত। লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন নেহরুকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকীক নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন এই সেঙ্গল হস্তান্তরের কথা ওঠে। নেহরু এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সি রাজাগোপালচারীকে। তখন এই তামিল ঐতিহ্যের কথা নেহরুকে জানিয়েছিলেন "রাজাজি"। সেই প্রথা মেনেই পরে ভারতের ক্ষমতার ভার ব্রিটিশদের থেকে নেহরুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এই রাজদণ্ডটি তৈরি তৈরি করা হয়েছিল তামিলনাড়ুতেই। রাজাগোপালচারী এই সেঙ্গল তৈরির জন্য 'তিরুভাদুথুরাই আথিনাম' মঠের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। পরে ভুমিদি বঙ্গারু চেট্টার নামক এক জহুরিকে এই সেঙ্গল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় মঠের তরফে। এই সেঙ্গলটি পাঁচ ফুট উঁচু। এর মাথায় আছে ন্যায়বিচারের প্রতীক তথা শিবের বাহন 'নন্দী'।

বার্ত দিলেন প্রদ্যোত

● প্রথম পাতার পর

না করা এবং অসম্মান জানানো থেকে আমরা বিরত থাকবো। কারণ এটা তিপামথা সংস্কৃতির মধ্যে নেই। আমাদের লক্ষ্য একটাই আমরা জনগণের সমস্যা তুলে ধরে সরকারের কাছে তা সমাধানের জন্য দাবি জানানো। আগামী দিনে আমরা যে দাবি গুলি করে আসছি সেই বিষয়গুলি নিয়ে মাঠে নামবো এই পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

এদিকে মহারাজ ইস্যুতে দলীয় কর্মীরা যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলে সেই প্রতিবাদের ভাষা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ও সরগরম। ফেসবুকে এই বিষয়টি নিয়ে যখন প্রদ্যুৎ বক্তব্য প্রকাশ করেন তারপর থেকেই গোটা রাজ্যেই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। মথার কর্মী সমর্থকরা যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি অপমানজনকভাবে পুড়িয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছিল তা রাজ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর। এই বিষয়টি যখন জনসম্মুখে আসে তখনই সরকার প্রধানও মাঠে নামেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ইমেজ নষ্ট করার জন্য যে এক ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছিল তার ইতি টানতে চাপে পড়ে প্রদ্যুৎ দলীয়কর্মীদের এই বার্তা দিয়েছেন বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। যাইহোক এই ধরনের ঘটনা আগামী দিন যাতে না ঘটে সেই দিকেও সরকার যেমন সচেষ্ট হবে বিরোধী দল হিসেবে মথা তার ভূমিকা পালন করবে এটাই চায় রাজ্য বাসী। তবে প্রদ্যুতের নির্দেশ মেনে শান্তির বাজার মথার ব্লক কমিটির উদ্যোগে নেতৃত্বরা এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের করে জানিয়ে দিলেন আগামী দিনের আন্দোলন কর্মসূচির। সিপিআইএম বরিষ্ঠ নেতা বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মথার নেতা মনিন্দ্র রিয়াং এদিন দলীয় কর্মসূচির ঘোষণার পাশাপাশি মহারাজ সম্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেরও নিন্দা করেন।

একইসঙ্গে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে মথা শীর্ষ নেতৃত্বদের দেখা করার বিষয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এনিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি। জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় মাথার সুপ্রিম যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে যে লড়াই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে সকলে মিলে এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। অতীতের জনজাতিদের সমস্যার বিষয়গুলি নিয়ে এতটা জোরালো আন্দোলন হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন। ককবর ক রোমান হরফের স্বীকৃতি, এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া এবং জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে মহারাজের যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাকে বাস্তবায়িত করতে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলন কি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

াঙ্গন

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্টের ৭০তম বিজয় দিবস

বিশেষ প্রতিবেদন: (প্রণব অখণ্ড, পর্বতারোহী), আগরতলা, ২৮ মে।। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয় বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের প্রতিযোগিতা। তারই প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯২১ সালের অনেক আগে থেকেই। সফলতা আসে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মে। কর্নেল জন হান্টের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড পার্সিবল হিলারি সহযোগী হিসেবে ভারতীয় তেনজিং নোরগে নেপালের দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব গিরিপথ ধরে প্রথম এই শৃঙ্গ জয় করেন। আবার ১৯৭৫ সালে জাপানী গৃহবধূ জানকো তাবেই প্রথম মহিলা হিসেবে এই শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেন। শুরুর দিকে ভারত ও তিব্বত সরকার এভারেস্টে আরোহণ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতায় দুই দেশের সরকারই এভারেস্টে আরোহণের বিষয়ে একমত হয়। সকল প্রতিকূলতা শেষে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির অর্থায়নে গঠিত এভারেস্ট কমিটির অধীনে ১৯২১ সালে কর্নেল সিকে হাওয়ার্ড বেরী প্রথম অভিযান শুরু করেন। দলে ছিলেন জর্জ ম্যালোরি এবং আরো অন্যান্যরা। মুলত এটা ছিল এভারেস্টের ম্যাপিং আর রেকি অভিযান। দীর্ঘ ৫ মাস ধরে এভারেস্টে ওঠার সম্ভাব্য পথ খুঁজতে থাকেন তারা। এই দলের দুঃসাহসী এক সদস্য ম্যালরি তার অপর দুই সঙ্গীকে নিয়ে ৭,১০৪ মিটার (১৯, ১০০ ফুট) উঁচুতে এভারেস্টের শীর্ষ চূড়ায় যাওয়ার একটি নিরাপদ রাস্তা খুঁজে বের করেন। কিন্তু চূড়ায় ওঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর পরের বছর ১৯২২ সালে দলনায়ক জেনারেল ব্রুস এর অধীনে আবার নতুন করে অভিযানে নামেন ম্যালরিরা।

ব্রিটিশ পর্বতারোহীরা সর্বপ্রথম এই পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা শুরু করেন। নেপালে এই সময় বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় ব্রিটিশরা তিব্বতের দিক থেকে এই পর্বতের উত্তর শৈলশিরা ধরে বেশ কয়েক বার আরহণের চেষ্টা করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এভারেস্ট পর্বত অভিযানে ব্রিটিশরা তিব্বতের দিক থেকে ৭,০০০ মি (২২,৯৭০ ফু) উচ্চতা পর্য্যন্ত ওঠেন। এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অভিযানে তারা এই পথে ৮,৩২০ মি (২৭,৩০০ ফু) উচ্চতা পর্য্যন্ত ওঠে মানবেতিহাসের নতূন কীর্তি স্থাপন করেন। এই অভিযানে অবতরনের সময় তুষারধ্বসে সাতজন মালবাহকের মৃত্যু ঘটে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের অভিযান এভারেস্ট আরোহণের ইতিহাসের সবচেয়ে রহস্যময় অভিযান: জর্জ ম্যালোরি ও অ্যান্ড্রিউ আরউইন শৃঙ্গের দিকে আরোহণের একটি অন্তিম প্রচেষ্টা করেন কিন্তু আর ফিরে আসতে ব্যর্থ হন। যার ফলে তাদের আরোহণই প্রথম সফল আরোহণ কি না তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তবে তেঞ্জিঙ নোরগে আর এডমন্ড হিলারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লিখা থাকবে এভারেস্টের বুকে।

ক্রিকেট কর্মকর্তাদের নিয়ে লেফুঙ্গা স্কুল মাঠ পরিদর্শন কৃষিমন্ত্রীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেট খেলার মাঠগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। পুরাতন মাঠগুলিকে সংস্কার এবং নতুন নতুন মাঠ তৈরির কাজ চলছে এখন। এর মধ্যেই টিসিএ

কর্মকর্তাদের নিয়ে রবিবার নিজ বিধানসভা কেন্দ্র মোহনপুর বিধানসভার লেফুঙা বিদ্যালয়ের মাঠটি পরিদর্শনে করলেন বিদ্যুৎ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী এদিন দুপুরে সেখানে গিয়ে মাঠটি পরিদর্শন করে ক্রিকেটের উপযোগী মাঠ হিসেবে সেটিকে গড়ে তুলা যায় কি-না সেবিষয়ে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। মোহনপুর বিধানসভার মোহনপুর ব্লক রয়েছে ক্রিকেট মাঠ। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠটিকে ইতিমধ্যেই নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু লেফুঙা ব্লক এলাকাতে নেই কোন আধুনিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। কাজেই লেফুঙা ব্লক এলাকার লেফুঙা বিদ্যালয় মাঠটিকে আধুনিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রুপান্তরিত করার চিন্তাভাবনাতেই এই পরিদর্শন।

ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে মন্ত্রীর এই পরিদর্শনকালে ছিলেন স্থানীয় এমডিসি তথা টিটিএএডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়াল দেববর্মা, ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ জয়নাল দাস সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। এদিন মাঠ পরিদর্শনকালে মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান লেফুঙ্গা ব্লক এলাকার মধ্যবর্তী জায়গা হল এই লেফুঙ্গা স্কুলটি সেখানে একটি আধুনিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হলে ব্লক এলাকার ক্রিকেট খেলোয়ারদের অনেকটা সুবিধা হবে। তাই সরকার চাইছে সেখানে একটা আধুনিক মানের মাঠ তৈরি করার। তবে ক্রিকেট মাঠের জন্য পর্যাপ্ত জমি এই মাঠে থাকলে, সেখানেই গড়ে উঠবে ক্রিকেট মাঠ। তাই আগে জায়গার পরিমাণ খতিয়ে দেখা হবে। তারপরেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২ ইনিংসে দেবোত্তমের ১০ উইকেট খেতাব নিশ্চিত চলমান সংঘের

চলমান-৩৫৮/৭ (ডি:) ও ৫৯/১ (ডি:) ব্লাডমাউথ-১৩১ ও ৮২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। খেতাব প্রায় হাতের মুঠোয়। শেষ ম্যাচে বি সি সি-র বিরুদ্ধে পরাজিত না হলেই খেতাব জয় করে নেবে চলমান সঙ্ঘ। আপাতত দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে চলমান সঙ্ঘ। অন্ততপক্ষে ড্র হলে চ্যাম্পিয়ন খেতাব, অন্যথায় রানার্স খেতাব নিশ্চিত চলমানের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশনের সুপার ফোরে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে চলমান জয়লাভ করে ২০৪ রানে। চলমানের গড়া ৩৫৮ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ মাত্র ১৩১ রান করে প্রথম ইনিংসে। ২২৭ রানে এগিয়ে থেকে চলমান দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। ২৯৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথ মাত্র ৮২ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের দেবোত্তম ঘোষ ম্যাচে ১০ উইকেট দখল করেন। সঙ্গত কারনে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় দেবোত্তম-কে। শনিবার প্রথম দিনের ৭ উইকেটে ৩৫৮ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করেন চলমানের অধিনায়ক। রবিবার সকালে শুরু থেকেই চলমানের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে ব্লাডমাউথের ব্যাটসম্যান-রা। দল মাত্র ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। মিডল অর্ডারে কৌশল আচার্য যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ব্লাডমাউথের স্কোর সম্ভবত ৭০ রানের গন্ডি পার হতো না। কৌশল ৬৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করেন। এছাড়া শুভম গোপ ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অনিক পাল ৬৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধন নম: (৪/৩২), দেবোত্তম ঘোষ (৩/৫৪) এবং নবজ্যোতি দেবনাথ (২/৬) সফল বোলার। ২২৭ রানে এগিয়ে থেকে ৪৯ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে চলমান। দলের পক্ষে তন্ময় দাস ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ (অপ:) এবং আরমান হুসেন ২৬ বল খেলে ১৭ রান করেন। ২৯৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথের ব্যাটসম্যানদের উপর কার্যত স্ট্রিম রোলার চাপান দেবোত্তম ঘোষ। ওই স্পিড স্টারের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে ব্লাডমাউথ। এবং গুটিয়ে যায় মাত্র ৮২ রানে। দলের পক্ষে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শুভম গোপ কিছুটা লড়াই করেন। শুভম ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করেন। এছাড়া রীতেশ রাই ৩৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ (৭/৪০) এবং কৃষ্ণধন নম: (৩/১৪) সফল বোলার।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ক্লাব প্রাঙ্গনে ত্রিপুরার স্পোর্টস ক্যারাটে এসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক এই আসরে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ২২০ জন খেলোয়াড় এতে অংশগ্রহণ করে। বালক বালিকা উভয়-বিভাগে ২৬ টি করে মোট ৫২ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বেশ দক্ষতার সঙ্গে ক্যারাটে খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বালক বিভাগে তানিশ সরদার, বৈভব দেবনাথ, নির্বান কুন্ডু, অনুজ মারাক, ওমায়ূর আহমেদ, ক্রীশ মারাক, দীপ চক্রবর্তী, কুনাল, মৃন্ময় ধর, জীবেশ ভৌমিক, সুরজ বিশ্বাস, অলকময় চক্রবর্তী, সানি কর্মকার, দিবন্ত রায়, গৌরব দাস, নীলদীপ সাহা, রাজদীপ দেবনাথ, সাগর সাহা, অর্কজিত সাহা, রাজদীপ দাস, শ্রীতিশ ঘোষ, শুভ্রজিত সিংহ, বিজয় কুমার দাস, রুবেল চক্রবর্তী, সানলম দেববর্মা, সুবল দাস, চিরঞ্জিত মারাক, চুমুই দেববর্মা, জুয়েল সাংমা, তিব্বল দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, বিশাল মারাক পুরস্কৃত হয়েছে। বালিকা বিভাগে দক্ষতা দেখিয়ে ময়ূরাক্ষী দাস, রুহি দেবনাথ, বিজয়া সাহা, দেবলীনা দেবনাথ, আরাধ্যা পাল, আরোহী দাস, সোহানা ঘোষ, আম্রপলি মল্লিক, অভীপ্সা নাথ, সানভি পাল, রামেশ্বরী সাহা, রিধিমা দাস, অক্ষিতা মজুমদার, প্রতীক্ষা সাহা, রিধিমা পাল, সানিয়া দেবনাথ, সরস্বতী সাঙমা, অর্পিতা মারাক, রাইজি মারাক, সোহিনী দেবনাথ, ইশা দেববর্মা, অন্তরা দাস পুরস্কার পেয়েছে। উল্লেখ্য, সকাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও বেলা ১১ টায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সরযূ চক্রবর্তী, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, কর্পোরেটর সুখময় সাহা, সীমা দেবনাথ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অধীর দেবনাথ, প্রান্তিক ক্লাবের সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। চ্যাম্পিয়নশীপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণ সূত্রধর সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পোলস্টারের বিরুদ্ধেও তিন পয়েন্ট ঘরে তুললো বিসিসি

বিসিসি:- ৩০০/১০(৮৩.৪) পোলস্টার:- ১১৭/৯(৩৮.৩) ও ১৭৭/৭(৪৬)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,২৮ মে।। দ্বিতীয় ম্যাচেও সরাসরি জয় অধরা বিসিসি-র। প্রথম ম্যাচের মতোই দ্বিতীয় ম্যাচেও বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্টে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পর পর দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মোট ৬ পয়েন্ট পেয়ে বিসিসি মূলতঃ সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন, রানার্স খেতাব নিশ্চিত করতে পারেনি। পরবর্তী ম্যাচ অর্থাৎ তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে বিসিসি সরাসরি জয় পেলে হয়তো চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ঘরে নিতে পারবে। ড্র করতে পারলে রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। হেরে গেলে অবস্থান কি হবে তা নির্ভর করছে অপর ম্যাচ অর্থাৎ পোলস্টার ও ব্লাডমাউথ ম্যাচের ফলাফলের উপর। আজ এমবিবি স্টেডিয়ামে শেষ হওয়া দুদিনের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম দিনের সংগৃহীত ২৭৯ রান নিয়ে খেলা শুরু করে বিসিসি বাকি দুই উইকেট হারিয়ে ২১ রান যোগ করে মোট ৩০০ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে পোলস্টার ব্যাট করতে নামলে, ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ১১৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। ফলোয়নে খেলতে নেমে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় পোলস্টার ৪৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয় সামগ্রিক খেলায় পোলস্টারের ঋতুরাজ ঘোষ রায়-এর ৮৩ রান, বিসিসি-র সাগর শর্মার ৭৯ রান ও শচীন শর্মার ৭২ রান উল্লেখ করার মতো। এদিকে, বোলারদের পরিসংখ্যানে পোলস্টারের অমরেশ দাস ৭৫ রানে চার উইকেট পেয়েছে। তবে বিসিসি-র সুভাস চক্রবর্তী ৮ রানে তিন উইকেট দখল করে বেশ নজর কেড়েছে। অনুজ পাল ৩৯ রানে তিন উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও জিতে নিয়েছে।

কৈলাশহরে বাসব স্মৃতি ক্রিকেটে যুব সংঘকে হারিয়ে সাচাক জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। শরদ বরণ সিনহা-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্স।

তাতেই জয় পেলো সাচাক ক্লাব। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো কুপঝাড় যুব সঙ্ঘকে।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বাসব স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেটে। রবিবার রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কুপঝাড় যুব সঙ্ঘের গড়া ১৭১ রানের জবাবে সাচাক ক্লাব ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কুপঝাড় যুব সঙ্ঘ ১৭১ রান করে। দলের পক্ষে শুভঙ্কর দাস ৩৯, সপ্তর্ষি বিশ্বাস ৩৩, সৈকত দাশগুপ্ত ৩৩ এবং জয়দীপ সাহা ২৭ রান করে।

সাচাক ক্লাবের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা (৩/২২), আর্চন সিনহা (৩/৩৬) এবং শরদ বরণ সিনহা (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৮.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সাচাক ক্লাব।

দলের পক্ষে রিচার্জ সিনহা ৪৮, শারদ বরণ সিনহা ৪৬ এবং দেবপ্রসাদ সিনহা ৩৫ রান করেন।

আমবাসায় সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে জয়ী ভেনাস ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বড় ব্যবধানে জয় পেলো ভেনাস ক্লাব। পরাজিত করলো টাউন ক্লাবকে। ১৫৮ রানে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ভেনাস ক্লাবের গড়া ২৪৭ রানের জবাবে টাউন ক্লাব মাত্র ৮৯ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের বিক্রম দাস ৯৭ রান করেন। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ভেনাস ক্লাব ৪৪.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৪৭ রান করে। দলের পক্ষে বিক্রম দাস ১২৩ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৭, শায়ন চক্রবর্তী ৫৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭,প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করেন। টাউন ক্লাবের পক্ষে অরূপ কলই (৪/৬০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দেবাশিষ দেবনাথের (৪/২৬) দুরন্ত বোলিংয়ে ৮৯ রানে গুটিয়ে যায় টাউন ক্লাব। দলের পক্ষে অরূপ কলই ৩২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রান করেন। ভেনাস ক্লাবের পক্ষে দেবাশিষ ছাড়া প্রাণতোষ পাল (২/১২) এবং রূপন্ত দাস (২/১৯) সফল বোলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

"১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়, এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা", নয়া সংসদ ভবনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): "নয়া সংসদভবন শুধু একটি ভবনই নয়। এটি ১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়। এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা।" নতুন সংসদ ভবনের প্রথম ভাষণে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার মাঝে কিছু মুহূর্ত ঐতিহাসিক হয়ে যায়। আজ ২৮ মে তেমনই একটি দিন, বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রবিবারনতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। এদিন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নয়া সংসদ ভবন থেকে প্রথম ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কখনও 'ভারত মাতা কি জয়' তো কখনও 'মোদী.. মোদী' ধ্বনির মধ্যে দিয়ে নয়া সংসদভবনে প্রবেশ করে ২৮ মে এই নয়া সংসদভবন থেকে প্রথম ভাষণ দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়া সংসদভবনে যখন তিনি প্রবেশ করছিলেন তখন হাতে ছিল ঐতিহাসিক সেঙ্গল। সেটিকে হাতে নিয়েই কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর দিল্লির এই নয়া সংসদভবন থেকে নিজের প্রথম ভাষণে রাখলেন একাধিক বার্তা।

মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার মাঝে কিছু মুহূর্ত ঐতিহাসিক হয়ে যায়। আজ ২৮ মে তেমনই একটি দিন, বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নয়া সংসদভবন শুধু একটি ভবনই নয়। এটি ১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়। এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নয়া সংসদভবন স্বনির্ভর ভারতের উত্থানের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গ তোলেন ব্রিটিশ জমানার। বলেন, ' বহু বছরের বিদেশী শাসন আমাদের গর্বকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজ সেই ঔপনিবেশিক ভাবনা সরিয়ে দিয়েছে ভারত।' তিনি বলেন, "নতুন সংসদ ভবনটি হবে আত্মনির্ভর ভারত এর ভোরের প্রমাণ। এটি একটি বিকশিত ভারত এর দিকে আমাদের যাত্রার সাক্ষী হবে।"

এদিন মোদী তাঁর ভাষণে 'সেঙ্গল' নিয়েও রাখেন বক্তব্য। তিনি বলেন, সেঙ্গল 'আজ থেকে সংসদভবনে থাকছে। চোলা সাম্রাজ্যে এটিকে কর্তব্যপথ, সেবা পথ, রাষ্ট্রপথ বলে মনে করা হত।' এদিন সংসদভবনের উদ্বোধনে বৈদিক নিয়ম মেনে সর্বধর্ম প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান এগোয়। দুটি ভাগে ভাগ করে চলে অনুষ্ঠান। মোদী বলেন, পুরাতন ও নুতনের সমন্বয়ের একটি প্রতীক হল নয়া সংসদভবন।

বিজেপির প্রদেশ মহিলা মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বিজেপি মহিলা মোর্চার কার্যকারিনী বৈঠক রবিবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন। আগামী ৩০ মে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যকালের নয় বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই নয় বছর দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে দলের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত একমাস সারা দেশে সেইসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কর্মসূচি পালন করা হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রবিবার মহিলা মোর্চার কার্যকারী নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রদেশ বিজেপির সদর কার্যালয়ে। এদিন মহিলা মোর্চার প্রদেশ কার্যকারিনী বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহিলা মোর্চার সমানেত্রী ঝরনা দেববর্মা বলেন অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের কার্যকারিনী বৈঠকের গুরুত্ব অনেক বেশি। দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মহিলা মোর্চার তরফ থেকেও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয় বছর পূর্তির উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মুখী কর্মসূচি গুলি জনসম্মুখে তুলে ধরা হবে। সেজন্যই মহিলা মোর্চার প্রদেশ কার্যকারিনী বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য মহিলা মোর্চার তরফ থেকে সকল স্তরের জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ মে।। অভিনব পন্থা অবলম্বন করে রেলের জলের ট্যাংককে ব্যবহার করে তেলিয়ামুড়াকে করিডোর বানিয়ে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই গাঁজা সহ রকমারি নেশা সামগ্রী পাচারকারীরা পাচার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেলিয়ামুড়ার পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ব্যার্থ হচ্ছেন পাচারকারীরা। আরও একবার এরকমই এক চিত্র উঠে আসলো তেলিয়ামুড়া থেকে।

শনিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানার সুদক্ষ ও.সি সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে চার চার জন গাঁজা পাচারকারী কে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় বিপুল পরিমাণে গাঁজা এবং একটি যাত্রী পরিবহনকারী অটো আটক করে। গোটা বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করতে গিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী দাবি করেছেন,, সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় খামারবাড়ি এলাকা থেকে রাতের আঁধারে এক যাত্রীবাহী অটো সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করাতে এবং গোপন খবরের ভিত্তিতে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় অটোতে থাকা দুই যুবক বেশ কিছু গাঁজা পাচার করছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেল স্টেশন থেকে আরো দুই(২)জন গাঁজা পাচারকারীকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানিয়েছেন শ্রী চক্রবর্তী।আটককৃত গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১৫০ কেজি, অতএব গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৭৫ লাখ টাকা হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান।

তাছাড়া সুব্রত বাবু জানিয়েছেন,, পাচারকারীদের কাছ থেকে একটি লোহার গোল জাতীয় কিছু গাঁজার সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে,, এটি রেলের বগির মধ্যে থাকা জলের ট্যাঙ্কির ঢাকনা। মূলত নিজেরা এটি তৈরি করে পাচার কার্যের সুবিধার্থে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। যাতে করে রেলের জলের ট্যাংকের ঢাকনা ভেঙ্গে ট্যাংকের ভেতরে গাজার প্যাকেট রেখে তাদের তৈরি করা ঢাকনাটি ট্যাঙ্কে লাগিয়ে গাঁজা পাচার করতে পারে।

তবে পুলিশ সূত্রে দাবী করা হয়েছে, , আটককৃত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা গ্রহণ সাপেক্ষে তদন্ত করে এর পেছনে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে সবকিছু বের করার চেষ্টা হবে।

সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে নেশা বিরোধী অভিযানে তেলিয়ামুড়া পুলিশের এই বিশেষ তৎপরতা নিয়ে খবর চাউর হতেই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে তেলিয়ামুড়া জুড়ে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী গাঁজা পাচার কাণ্ডে আটককৃত ব্যক্তিরা হল... অমিত দেববর্মা, ড্যানিয়েল দেববর্মা, শামিম শেখ ও যোদ্ধ দেববর্মা। এর মধ্যে তিনজনের বাড়ি ত্রিপুরায় ও বাকি একজনের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে।

মাছলিতে তিনটি মৃত গরু সহ কয়েকশ গরু আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। মনু থানাধীন পূর্ব মাছলি শিববাড়িতে বিএসএফের জোয়ানরা রবিবার বেশ কয়েকটি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করেছে। গাড়িতে তিনটি মৃত গরু পাওয়া গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে বার্মা থেকে মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরায় অহরহ গরু পাচার অব্যাহত রয়েছে। বার্মা থেকে নিয়ে আসা এইসব গরু ত্রিপুরার সীমান্ত পথে বাংলাদেশে পাচার হয়। বেআইনিভাবে নিয়ে আসা এসব করো আটক করতে এবার তৎপর হলো বিএসএফ। বিএসএফের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে বার্মা থেকে মিজোরাম হয়ে রাজ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ বার্মিজ গরু। সেই খবরের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর থেকে শিববাড়ি যাওয়ার পথে মনু থানার পূর্ব মাছলির শিববাড়ি এলাকায় রবিবার ভোর চারটে নাগাদ বিএসএফের জোয়ানরা বেশ কয়েকটি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করে। বিএসএফের জোয়ানদের দেখতে পেয়ে গরু বোঝাই গাড়িগুলি থামিয়ে চালক ও অন্যান্যরা পালিয়ে জঙ্গলে ঘা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে তাদেরকে আটক করার জন্য বিএসএফ এবং স্থানীয় জনগণের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন প্রায় ৩০-৩৫টি গাড়ি বোঝাই করে ৩০০/৪০০ গরু রাজ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল।

গত প্রায় এক বছর ধরেই এই এলাকা দিয়ে বার্মা থেকে মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরায় গরু নিয়ে আসা হচ্ছে বলেও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা এই অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর কোন মনোভাব এতদিন ধরে নেয়নি। রবিবার ভোর রাতে গাড়ি গুলি আটক করার চেষ্টা করে বিএসএফ। কয়েকটি গরু বুঝাই গাড়ি আটক করা সম্ভব হলেও আরো বেশ কিছু সংখ্যক গাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গাড়ি গুলিতে অতিরিক্ত সংখ্যক গরু বুঝাই করে নিয়ে আসার ফলেই তিনটি গরুর মৃত্যু হয়েছে বলেও যারা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

রাইয়াবাড়িতে উচ্ছেদ অভিযানে তীব্র প্রতিবাদ জানাল সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। রাইয়াবাড়িতে সাতটি মুসলিম পরিবারকে বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ভেঙ্গে উচ্ছেদ করার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিপিআইএমএল রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

১৯৯৯ এর ডিসেম্বরে রাইয়াবাড়িতে এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নৃশংস হামলার ঘটনায় এম.সি.রায় কমিশনের তদন্ত ও প্রস্তাবিত সুপারিশ অনুসারে আক্রান্ত ভিটা মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া অউপজাতি মুসলিম পরিবারগুলিকে সরকার ২০০৩, ২০০৪ সালে খাস ভূমির অভাবে অলিখিতভাবে সংরক্ষিত বনভূমিতে পুনর্বাসন দেয়। অথচ ২০১৯ সালে পুনর্বাসন প্রাপ্তদের দখলে থাকা এই বনভূমি স্থানীয় জনজাতিদের অবৈধভাবে দেওয়া হয়। এই অজুহাতে পরিকল্পিতভাবে ৭টি অউপজাতি মুসলিম পরিবারকে গত ২৫ মে, বন দপ্তর ও রাষ্ট্রশক্তির বুলডোজার দিয়ে নির্দয়ভাবে উচ্ছেদ করেছে বলে অভিযোগ সিপিআইএমএলএর। যা অনৈতিক, অমানবিক ও বেআইনী।

তাই তাঁদের ন্যায়বিচার দিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছে সিপিআইএমএল। পুনর্বাসন সাপেক্ষে তাঁদের জোর পূর্বক উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও দাবি জানানো হয়েছে। গৃহহীন, সর্বহারা ক্ষতিগ্রস্ত এই ৭টি পরিবারের সব সদস্যদের ভরণপোষণ ও জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রবিবার আগরতলার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সি পি আই এম এল এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

নয়া সংসদ ভবনকে কফিনের সঙ্গে তুলনা আরজেডির, পালটা তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.) : আজ উদ্বোধন করা হল ভারতের নয়া সংসদ ভবনের। আগের বৃত্তাকার সংসদ ভবনের থেকে এই ভবনের আকার আলাদা। ত্রিকোণা এই বিল্ডিংটি আগের সংসদভবনের থেকে অনেক বেশি আধুনিক। পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক জড়িয়ে আছে নয়া এই সংসদ ভবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নয়া ভবনে লোকসভার কক্ষ তৈরি করা হয়েছে ময়ূরের আদলে। এই সংসদ ভবনের মিরজাপুরের গালিচা থেকে শুরু করে রাজস্থানের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। মুম্বই থেকে আনা হয়েছে আসবাব। আর এই সংসদ ভবনের আকারকে কটাক্ষ করে আজ সকালে টুইট করে বিহারের শাসকদল আরজেডি। আরজেডির অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে বিতর্কিত টুইটটি করা হয়। যা নিয়ে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি।

আজ সকালে আরজেডির তরফে একটি কোলাজ ছবি পোস্ট করা হয়। তার একদিকে কফিন, অপরদিকে নয়া সংসদ ভবনের ছবি। ক্যাপশনে লেখা হয়, "এটা কী?" আরজেডির সেই টুইটের স্ক্রিনশট পোস্ট করে এরপর তোপ দাগেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। বিজেপি নেতা টুইটে লেখেন, "আজ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং দেশ এর জন্য গর্বিত। আপনারা এই সময়ে দেশের ওপর নজর দিচ্ছেন, আর কিছুই করছেন না। নিজের বুকে নিজেই মারতে থাকুন। ২০২৪ সালে দেশের জনগণ আপনাদেরই এই কফিনে সমাহিত করবে এবং আপনাকে নতুন গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশের সুযোগও দেবে না। আপনার কফিন হবে এই সংসদ।" এদিকে বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা আরজেডিকে তোপ দেগে টুইট করে লেখেন, "এটাই আরজেডির রাজনৈতিক জীবনের কফিনে শেষ পেরেক।" এরপর শেহজাদ আরও লেখেন, "ভারতীয় ঐতিহ্যে ক্রিকোণের অনেক মাহাত্ম রয়েছে। এমনিতেও কফিনের ছ"টি দিক রয়েছে।"

এদিকে বিতর্ক শুরু হতেই আরজেডি এই পোস্ট নিয়ে সাফাই দেয়। দলের নেতা শক্তি সিং যাদব বলেন, "দেশের গণতন্ত্রকে পুঁতে ফেলা হয়েছে। সেটা বোঝাতেই এই পোস্ট করা হয়েছে।" তিনি বলেন, "আমাদের টুইটের কফিনটির অর্থ, গণতন্ত্রকে সমাহিত করা হয়েছে। তারই প্রতীক হিসেবে এই কফিনের ছবি পোস্ট করা হয়েছে। দেশ এটা মেনে নেবে না। সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির এবং এটি আলোচনার জায়গা।" প্রসঙ্গত, আজকে নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কটের ডাক দেয় ১৯টি বিরোধী দল। কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে), বামদলগুলি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ), জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি), সমাজবাদী পার্টি, উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনা যৌথভাবে এক বিবৃতি পেশ করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণা করে। এরপর থেকেই এই নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনলেন বিজেপি নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১০১ তম মন্ত্রী বাত অনুষ্ঠান শুনলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০১ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য বিজেপি প্রতিষ্ঠ কার্যালয়ে রবিবার এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার ১০১ তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে উৎসাহিত করেছেন।। দেশের এক প্রান্তের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অপর প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রদেশ সভাপতি বলেন দেশের যেসব ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা প্রচার মাধ্যমে স্থান পাচ্ছে না সেগুলিও প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে গুরুত্ব সহকারে স্থান পাচ্ছে। মন্ত্রী টিংকু রায়ও মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গুলি যুব সমাজকে যথাযথভাবে মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন।

নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সহ আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে রানীবাজার থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৯৫০ টি নেশা জাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।সাথে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ থানায় খবর আসে নলগড়িয়া রেলব্রীজের সামনে এক যুবক নেশা জাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি করতে আসবে।সেই মোতাবেক রানীরবাজার থানার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে।অভিযানে দ্বীপতনু বর্ধন নামে এক যুবকের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ১৯৫০ টি নেশা জাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।সাথে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান,উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটের বাজার মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে।ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।

বিশালগড়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে আক্রান্ত মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মেয়ের শাশুড়ি সহ পরিবারের লোকজনদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন মেয়ের মা ও মেয়ে। ঘটনা বিশালগড়ের হরিশ নগর চা বাগানে। বিশালগড়র থানাধীন হরিশ নগর চা বাগান এলাকায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন মা এবং মেয়ে। ঘটনা রবিবার সকাল নাগাদ। আক্রান্ত মহিলার নাম জ্যোতি তাঁতী এবং আক্রান্ত মেয়ের নাম সোমা তাঁতী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় জ্যোতি তাঁতী নামে এক মহিলা বিশালগড় হরিশ নগর চা বাগানে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মেয়ে ও মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাক বিতন্ডার জেরে মেয়ে এবং বেড়াতে যাওয়া মেয়ের মাকে প্রচণ্ড মারধর করে ওই পরিবারের লোকজনরা। তাতে মেয়ে ও মেয়ের মা গুরুতরভাবে আহত হন। তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে বিশাল গড় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ তেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি রোডে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগী প্রতিযোগীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান মঞ্চ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে প্রতিবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংঘটিত করে থাকে। এ বছর সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তারা। রবিবার আয়োজিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম জগন্নাথবাড়ি রোডে আয়োজিত এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। ১৭৫ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আগামী চৌঠা জুন বিজ্ঞান মঞ্চ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন সম্মেলনেও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের আকার বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হবে। বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তারা জানান গ্রাম ত্রিপুরার পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেপি মহিলা মোর্চার কার্য্যকারিণী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে নয় বছরে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপ বাস্তবায়ন করছে তা জনসম্মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজেপি দলের পক্ষ থেকে একমাস ব্যাপী কর্মসূচী পালন করা হবে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে বিজেপি মহিলা মোর্চার কার্য্যকারিণী বৈঠকে এমটাই জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, আগামী ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছর কার্যকাল সম্পন্ন হবে।এর লক্ষ্যে আগামী ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পযর্ম একমাস ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি সরকার।এরই অঙ্গ হিসেবে জেলা স্তরে,রাজ্য স্তরে সংগঠিত হচ্ছে কার্যকারিণী বৈঠক। তিনি আরও বলেন, কার্যকারিণী বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল প্রধানমন্ত্রীর ৯ বছরে কার্যকলাপ রাজ্যবাসীর দুয়ারে দুয়ারে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে বৈঠক।বিজেপির ৭টি মোর্চার উদ্যোগে কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।